বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৫১-২৮৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশ

মোঃ মোরশেদ হোসেন*

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রেষ্ঠ অবদান স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ হবে 'সোনার বাংলা', স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সোনার বাংলা ছিল একটি রূপকল্প (Vision)। এটি কোনো মিথ বা ইউটোপিয়া নয়। রূপকল্প- ২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১-এর মতোই এটি রূপকল্প। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "এটি দেশবাসীর জন্য কল্পনার নকশা" (১ ডিসেম্বর ১৯৭০-এর বক্তৃতা)। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' রূপকল্পের নানা লক্ষ্য (Aim) রয়েছে, রয়েছে সে লক্ষ্য অর্জনের নানা কৌশল (Strategy)। বলা যেতে পারে ৭০০-৮০০ পৃষ্ঠার যেকোনো রূপকল্পের চেয়ে 'সোনার বাংলা'—এ শব্দ দুটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কাঙ্ক্ষিত, স্বপ্নীল ভবিষ্যতের প্রকাশ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) স্পষ্টতই বলা হয়েছে, "The father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman soon after assuming the power initiated massive programmes for rebuilding the war-torn economy in a planned manner. Under his visionary and prudent leadership, the First Five Year Plan (1973-78) was formulated to guide the transformation of the country into 'Sonar Bangla', free of poverty, hunger and corruption along with rapid income growth and shared prosperity."

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), এসডিজি, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্লান-২১০০ অনুযায়ী যে 'উন্নত বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় রয়েছে তা অর্জন করতে 'ডিজিটাল' বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের পথে আমরা। SMART Bangladesh Vision 2041 এ বলা হয়েছে " SMART Bangladesh is about being inclusive, about the people, the citizens of Bangladesh. Built on the 4 pillars of SMART Citizens, SMART Government, SMART Economy and SMART Society, it is about bridging the digital divide by innovating and scaling sustainable digital solutions that all citizens, regardless

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; ই-মেইল: morshed122009@yahoo.com

of their socio-economic background, all businesses, regardless of their size, can benefit from. Building on the launch pad created by Digital Bangladesh, Smart Bangladesh is the next major step towards realizing Bangabandhu's dream of Shonar Bangladesh, a Golden Bangladesh." স্মার্ট বাংলাদেশের চার ভিত্তি স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি অর্জন বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর 'সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা' গড়তে 'স্মার্ট বাংলাদেশের' যাত্রা শুরু করেছেন।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থান করে নিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের আয় বিভাজনের মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখন নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ মধ্যম আয়ের দেশ। জাতিসংঘের মানদণ্ডে উন্নয়নশীল দেশ হবার পথে। উন্নয়নে বিশ্বের কাছে রোলমডেল। ২০২২ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.১০ শতাংশ, মাথাপিছু আয় ২৭৯৩ মার্কিন ডলার। ২০২২ সালে জাতীয় দারিদ্র্যের হার কমে ২০.৫ শতাংশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৪.৫ বছর, কাঠামোগত পরিবর্তনে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্প ও সেবা প্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তর হয়েছে বাংলাদেশের, বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমানে ২৫৮২৬ মেগাওয়াট, অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিজ অর্থে পদ্মা সেতু, ঢাকায় মেট্রোরেল, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেল, পায়রা সেতু, ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ কাজ শুরু, এ ছাড়া এমডিজির অনেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

উন্নয়ন হচ্ছে রংপুর বিভাগেরও। রংপুর বিভাগ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর নামকরণ ও বাস্তবায়ন, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠা, রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, পীরগঞ্জে মেরিন একাডেমি, ১৭ তলা ক্যান্সার হাসপাতাল, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, তিস্তা সড়ক সেতু, শেখ হাসিনা সেতু, এলেঙ্গা-রংপুর ছয় লেন মহাসড়ক, বিভিন্ন অফিসের বিভাগীয় সদর দপ্তর, রংপুর শিশু হাসপাতাল ও পুলিশ হাসপাতাল, হাইটেক পার্কের ভূমি অধিগ্রহণ, গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন স্থাপন, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার ইত্যাদি। কিন্তু রংপুর বিভাগের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্যান্য অর্জন অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। বিশেষত: North-West Zone বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ রংপুর বিভাগ দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের "Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness" শীর্ষক ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) "Regional Distribution of Poverty" উপ-অনুচ্ছেদেও সুস্পষ্ট বলা হয়েছে "বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ সকল অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি"। বিআইডিএসের জার্নালে "মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ: সমস্যা ও সম্ভাবনা" প্রবন্ধে হোসেন এন্ড হোসেন বলেছেন "পিছিয়ে থাকা এ অঞ্চল কেবলমাত্র সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়নি বরং দেশের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সম্পদ বন্টন কাঠামো এবং সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসম বন্টনের শিকার হয়েছিল"। এ অঞ্চলের এই যে পশ্চাৎপদতা আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ।

এটা অনস্বীকার্য, কোনো দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের ওপর। আর এই সুষম উন্নয়নকেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল তথা নবগঠিত রংপুর

বিভাগ দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। দেশের খাদ্য চাহিদার ৫০ শতাংশ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ কাঁচামাল উত্তরাঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হলে হলেও এ অঞ্চলে অদ্যাবধি কাঁচামাল বা কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলছে। দেখা দিচ্ছে সামাজিক সমস্যা। রংপুর বিভাগে রয়েছে উন্নয়ন পশ্চাৎপদতার নানা স্বরূপ।

রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সমস্যা

১. দারিদ্র্য

রংপুর বিভাগ উন্নয়নে পিছিয়ে থাকার মূল কারণ এ অঞ্চল অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ। দারিদ্র্যের হার সকল বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে সুফল তা রংপুর বিভাগের জনগণ খুব বেশি পায়নি অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সমবণ্টন হয়নি। এসডিজি, ভিশন- ৪১ বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কিংবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে বাংলাদেশে। কিন্তু রংপুর অঞ্চলের মানুষের জন্য এসবই 'অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে উন্নয়নে আরো পিছিয়ে যাওয়া'। একে বলা যেতে পারে 'অর্থ বরাদ্দে বৈষম্যের প্রভাব'। বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরে রংপুর অঞ্চল কয়েক লক্ষ কোটি টাকা অর্থবরাদ্দের বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এই অর্থ বরাদ্দে বৈষম্যের প্রত্যক্ষ ফল রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্য। রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্য সম্পর্কে ভিশন- ২০৪১ এর ৪র্থ অধ্যায় 'একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ' (A Country With Zero Poverty)- এ স্পষ্টত: বলা হয়েছে "রংপুর বিভাগের জন্য দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতির বিপরীতমুখিতা উদ্বেগের বিষয়, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলের অধীনে সমন্বিতভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)-এর "Poverty and Undernutrition Maps Based on Small Area Estimation Technique"- শীর্ষক গবেষণায় (২২মে ২০২২ এ প্রকাশিত) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দারিদ্র্য দেখানো হয়েছে (সারণি-১)। এতে দেশের পূর্বাঞ্চল চট্টগ্রাম বিভাগে দারিদ্র্যের হার ১৮.৪৩ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ১৬ শতাংশ ও সিলেট বিভাগে ১৬.২৩ শতাংশ এবং দেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল বরিশালে ২৬.৪৯ শতাংশ, খুলনায় ২৭.৪৮ শতাংশ, রাজশাহীতে ২৮.৯৩ শতাংশ এবং রংপুরে ৪৭.২৩ শতাংশ দেখা যায়। এ পরিসংখ্যানে স্থানীয় সরকারের পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ৫৭৭ টি উপজেলায় (মেট্রোপলিটন থানাসহ) বিভক্ত করা হয়েছে। এতে দেখা যায় সর্বোচ্চ দারিদ্র্য রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজীবপুর উপজেলায় ৭৯.৮ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরীপে রংপুর বিভাগে সাধারণ দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২.৩ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ৪৭.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য বেড়েছে ৪.৯৩ শতাংশ।

সারণি ১: বিভাগওয়ারি দারিদ্র্যের হার

বিভাগ	দারিদ্র্যের হার (%)	বিভাগের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলায় দারিদ্র্যের হার (%)	বিভাগের সবচয়ে কম দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলায় দারিদ্র্যের হার (%)
বরিশাল	২৬.৪৯	দশমিনা (পটুয়াখালী) -৫২.৮	দৌলতখান (ভোলা)- ১২.২
চট্টগ্রাম	১৮.৪৩	থানচি (বান্দরবান)- ৭৭.৮	সদর (চট্টগ্রাম)- ১.৫
ঢাকা	১৬	মিঠামইন (কিশোরগঞ্জ)- ৬১.২	গুলশান (ঢাকা)- ০.৪
খুলনা	২৭.৪৮	মোহাম্মদপুর (মাগুরা)- ৬২.৪	আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) -৭.৯
ময়মনসিংহ	৩২.৭৭	দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর)-৬৩.২	ভালুকা (ময়মনসিংহ)- ১৫.৫
রাজশাহী	২৮.৯৩	পোরশা (নওগাঁ)- ৪৮.৭	বোয়লিয়া (রাজশাহী)- ৯
রংপুর	৪৭.২৩	চর রাজীবপুর (কুড়িগ্রাম)- ৭৯.৮	আটোয়ারী (পঞ্চগড়)- ৯.৩
সিলেট	১৬.২৩	শাল্লা (সুনামগঞ্জ)- ৬০.৪	বিশ্বনাথ (সিলেট)- ১০.৪

উৎস: Poverty and Undernutrition Maps Based on Small Area Estimation Technique, BBS and WFP, May 22, 2022.

২০২১ সালে জাতীয় সাধারণ দারিদ্র্যের হার কমে ২০.৫ শতাংশ হলেও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় রংপুরের বর্তমান দারিদ্রের হার কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আরো বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর "খানা আয়- ব্যয় জরীপ ২০১৬" অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যের ১০ টি জেলার ৫ টি হলো রংপুর বিভাগে (কুড়িগ্রাম ৭০.৮ শতাংশ, দিনাজপুর ৬৪.৩ শতাংশ, গাইবান্ধা ৪৬.৭ শতাংশ, রংপুর ৪৩.৮ শতাংশ এবং লালমনিরহাট ৪২ শতাংশ) অথচ সবচেয়ে কম দারিদ্র্যের জেলা হলো (নারায়নগঞ্জ ২.৬ শতাংশ ও মুন্সিগঞ্জ ৩.১ শতাংশ)। কুড়িগ্রাম ও নারায়নগঞ্জের মধ্যে দারিদ্র্যের পার্থক্য প্রায় ৬৮.২ শতাংশ। ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য হলো, সাধারণ দারিদ্র্য ২০৩১ সালে ৭.০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে ২.৫৯ শতাংশ নামিয়ে আনা এবং আয় বৈষম্য (পালমা অনুপাত) ২০৩১ সালে ২.৭৫ এবং ২০৪১ সালে ২.৭০ এ নামিয়ে আনা। পালমা অনুপাত হলো আয় বণ্টনের শীর্ষে ১০ শতাংশ এর শেয়ার, যা তলদেশের ৪০ শতাংশ এর শেয়ার দ্বারা ভাগকৃত। এটি আয় বৈষম্যের উন্নততর পরিমাপ পদ্ধতি। রংপুরের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের বাধাঁ।

২. শিল্পায়ন কম

রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষি ভিত্তিক। যুগ যুগ ধরে শিল্পখাত রয়ে গেছে অনুন্নত। Census of Manufacturing Industries (CMI) 1999-2000 অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সময়ে রংপুর অঞ্চলে মাত্র ১৩৬৩টি শিল্প স্থাপনা (Industrial establishment) ছিল। যার মধ্যে চালকল ৭৮০টি, বিড়ি শিল্প ৯২ টি, কাঠের ফার্নিচার তৈরি ১২০ টি অন্যতম। জাতীয়ভাবে দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সময়ে বাংলাদেশে মোট শিল্পস্থাপনা ছিল ২৪৭৫২ টি। সে হিসাবে দেশের মোট শিল্প স্থাপনার মাত্র ৬.৭১ শতাংশ ছিল রংপুর অঞ্চলে। আবার এ অঞ্চলে ১৯৯৯- ২০০০ সময়কালে শিল্পে মোট কর্মসংস্থান ছিল ৫৭৫৮৭ জনের যা জাতীয়ভাবে মোট কর্মসংস্থান ২৬১৩৫৬৪ এর ২.২ শতাংশ। তুলনামূলক আলোচনায়

দেখা যায়, এ সময়কালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মোট শিল্প স্থাপনা ছিল যথাক্রমে ১১৫৮৮ (৪৬.৮১ শতাংশ) ও ৩৮৩১ (১৫.৭৪ শতাংশ) টি। অর্থাৎ ঢাকা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিভাগ ও জাতীয় সকল ক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চল অনেক পিছিঁয়ে ছিল।

Level of Industrialization হিসাবের মাধ্যমে শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। Level of Industrialization মূলত কোনো অঞ্চলে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের শতকরা হারকে বুঝায়। ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ সালে ঢাকা বিভাগে Level of Industrialization ছিল যথ াক্রমে ১৩.৭৫ শতাংশ ও ১৭.৪১ শতাংশ। সেখানে রংপুর বিভাগের Level of Industrialization ছিল ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ সালে যথাক্রমে ১.১২ শতাংশ ও ১.২৭ শতাংশ। Level of Industrialization - এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. নিম্ন শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ২ শতাংশ পর্যন্ত) ২. মধ্যম শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ছিল ২.০১ শতাংশ হতে ৫ শতাংশ) ও ৩. উচ্চ শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ৫.০১ শতাংশ এবং এর উপরে)। এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা উচ্চ শিল্পায়িত অঞ্চল হলেও রংপুর নিম্ন শিল্পায়িত অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত।

Economic Census 2013 অনুযায়ী দেখা যায় রংপুর বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ৭৬৩৫৭ টি, যা জাতীয় মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ৮৬৮২৪৪ এর ৮.৭৯ শতাংশ । পক্ষান্তরে ঢাকা বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ছিল ২৫৭২৪৯ টি (২৯.৬২ শতাংশ), চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ছিল ১৯২২৯৯টি (২২.১৫ শতাংশ)। রংপুর বিভাগের এস্টাবলিষ্টমেন্টের সংখ্যা ঢাকা, চট্টগ্রাম হতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিল্পায়নের সাথে জড়িত কর্মসংস্থান, মোট উৎপাদন, মাথাপিছু মূল্য সংযোজন, মোট মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বিবেচেনা করে দেখা যায় দেশের সকল অঞ্চলে সমানভাবে শিল্পায়ন হয়নি।

২০২২ সালের শিল্পনীতিতে রংপুর বিভাগের ৮টি জেলাকেই শিল্পে অনুন্নত জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৬ এর শিল্পনীতিতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় শিল্পায়নে পশ্চাতপদ এলাকা, সম্ভবনাময় এলাকা এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর এলাকায় সুযোগ সুবিধা বাস্তবায়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে। কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। রংপুর অঞ্চলে শিল্প প্রবৃদ্ধির বাধা হলো অবকাঠামোগত দুর্বলতা । শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন জ্বালানি- বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি। কিন্তু রংপুর বিভাগে পাইপ লাইন স্থাপন হলেও গ্যাস সরবরাহ না থাকায় পন্য উৎপাদন খরচ বেশী হয়। ফলে এ অঞ্চলের উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতিতে অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য কোনো ইনসেনটিভ বা সুবিধার ব্যবস্থা নেই। কোনো শিল্পনীতিতে এ অঞ্চলের জন্য কোনো আলাদা সুবিধা দেয়া হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষ দরিদ্র বিধায় তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় পুজিঁর অভাব রয়েছে। ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প না থাকায় এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপন কষ্টকর। এ অঞ্চলের সাধারণ প্রবণতা ব্যবসা কিংবা পণ্য মজুদ এর চেয়ে শিল্পস্থাপন অনেক বেশি ঝুকিপূর্ণ। ফলে এ অঞ্চলের ধনবান ব্যক্তিরা শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে এ অঞ্চল পণ্য পরিবহনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তা জ্ঞানের অভাব, সরকারি প্রণোদনার অভাব এ অঞ্চলের শিল্পায়ন না হওয়া একটি বড় কারণ। ব্যাংকগুলো ঋণসহায়তা করলেও এ অঞ্চলের তরুনদের উদ্যেক্তা হওয়ার প্রশিক্ষন, সচেতনতা, আগ্রহ না থাকায়

Start- Up সম্ভব হচ্ছে না। এ অঞ্চলে নীলফামারীতে উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা রয়েছে। এখানে মোট ১৮০ টি প্লটের মধ্যে মাত্র ২৪ টি প্লট ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদন করা হচ্ছে। জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চল হতে ৯৫.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার- এর পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে, বিনিয়োগ করা হয়েছে ২.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান করা হয়েছে ১৪৪ জনের। জ্বালানি হিসাবে গ্যাস সরবরাহ না থাকায় এটির সকল প্লট ব্যবহার সম্ভব হয়নি।

ভিশন ২০৪১ বলা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে যেহেতু উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ আসতে থাকবে, বাংলাদেশের জন্য তাই একটি শ্রমঘন রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ করাই সমীচীন হবে। কিন্তু ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেটের শিল্পমন্ত্রণালয়ের বরাদ্দে "রংপুর জেলায় বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)" স্থাপন বাবদ বরাদ্দ ৩ কোটি টাকা এবং "বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাও"- এর জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া বাজেটে রংপুর অঞ্চলের জন্য শিল্পখাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো বিশেষ বরাদ্দ নেই। অথচ "বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জে" বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা, "বিসিক ক্যামিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জে" ৮২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০" অধ্যাদেশ দ্বারা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পাঁচদশক পেরিয়ে গেলেও পরিকল্পিত শিল্পায়ন হয়নি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল এ যাবত গৃহিত সকল শিল্পায়ন পদক্ষেপের মধ্যে বৃহত্তম। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান ও অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও ২০১০ সালের ৪২ নং আইন "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০" এর শুরুতে সুস্পষ্ট বলা রয়েছে "দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন"। কিন্তু বাস্তবে এটি নতুন করে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি করছে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সরকারি ৬৮ টি ও বেসরকারি ২৯ টি অর্থাৎ মোট ৯৭ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৬ টি (সরকারি ১৮ টি ও বেসরকারি ১৮ টি), চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫টি (সরকারি ২১ টি ও বেসরকারি ০৪ টি), রাজশাহী বিভাগে ০৮ টি (সরকারি ০৬ টি ও বেসরকারি ০১ টি), খুলনা বিভাগে ০৮ টি (সরকারি ০৭ টি ও বেসরকারি ০১ টি) সিলেট বিভাগে ০৬ টি (সরকারি ০৪ টি ও বেসরকারি ০২ টি), ময়মনসিংহ বিভাগে ০৮ টি (সরকারি ০৬ টি ও বেসরকারি ০২) টি, রংপুর বিভাগে ০৪ টি (সরকারি ০৪ টি- পঞ্চগড়, নীলফামারী,কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর) এবং বরিশাল বিভাগে ০৩ টি (সরকারি ০৩টি) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু সংখ্যায় পিছিয়ে নয়, এগুলোর বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা যায়, পিছিয়ে আছে রংপুর ও বরিশাল বিভাগ।

ঢাকা বিভাগে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জি-টু-জি হিসাবে জাপানের বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০০ একরের অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে

বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জাইকা কর্তৃক আরো ২,৫০০ কোটি টাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ২৪৫ একরের মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদেশিরা বিনিয়োগ করছেন। মেঘনা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অর্থনৈতিক অঞ্চলে অত্যাধুনিক রোবট তৈরি হচ্ছে, যা শিল্প- কারখানায় ব্যবহৃত হওয়ার কথা রয়েছে। চট্রগ্রাম বিভাগের মিরসরাই, ফেনি ও সিতাকুণ্ডে ৩০ হাজার একর জায়গায় গড়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। দেশের প্রথম বড় আকারের পরিকল্পিত এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শিল্পনগর হবে এটি। এ শিল্প নগরীতে প্রায় ৩৬৬২.৩৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। দেশি-বিদেশি ১৫৯টি কোম্পানি এতে ২ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। প্রাথমিভাবে প্রায় আট লাখ লোকের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হবে এখানে। তবে বেজার প্রত্যাশা অত্যন্ত ৩০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ হবে এখানে এবং ১৫ লাখ মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। মিরসরাই ও ফেনিতে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। মিরসরাই ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১ হাজার একর জমি রাখা আছে। আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫৭৪৬ কোটি টাকা । কক্সবাজারের নাফ ট্যুরিজম পার্ক ও সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের উন্নয়ন কাজ চলমান। সাবরাং ট্যুরিজম তিনটি হোটেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে । বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকনাফের সাবরাং-এ ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে সড়ক উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চলমান আছে। খুলনা বিভাগে মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল দেশের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, প্রশাসনিক ভবন, সুপেয় পানি সরবরাহ লাইন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রথম ডেভলপমেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, শিল্প স্থাপনের কাজ চলছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইউনিলিভারসহ ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে জমি লিজ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রাজশাহী বিভাগে উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দ্বার হিসাবে পরিচিত সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিশাল কর্মযজ্ঞ এলাকা। ১০৩৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ১১টি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল। সেখানে ছোট বড় ৭০০টি শিল্প নির্মানের কাজ চলছে। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে ৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে।সিলেট বিভাগে মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার শেরপুরে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি ইজারা শেষ হয়েছে। বেজা'র অর্থায়নে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট ও গ্যাস সংযোগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর, প্রশাসনিক ভবন, জলাধার, পানি সঞ্চালন লাইন ইত্যাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু হবে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের ডিবিএল গ্রুপসহ ৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেখানে ১.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়েগের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। ময়মনসিংহ বিভাগে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ৪৩৬.৯২ একর জায়গায় জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও মাস্টার প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ভুমি অধিগ্রহণ, ভুমি উন্নয়ন, গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানি সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ সন্তোষজনক। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে তিনটি শিল্পের কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে।

দেখা যায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ব্যপক কর্মযজ্ঞ চলছে। হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দ। বিশেষ এ অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিনিয়োগ নিয়ে এসেছে ভারত, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড। বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদিআরব ও অন্যান্য দেশকে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ করার। পাশাপাশি রংপুর বিভাগের চিত্র ভিন্ন। রংপুর বিভাগে ৪টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেলেও অগ্রগতি নেই। রংপুর বিভাগে মোট ৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের মধ্যে প্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে দিনাজপুরে। এজন্য দিনাজপুর সদর উপজেলার সুন্দরবন মৌজায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে ৮৭ একর খাস জমি হস্তান্তর করেছে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ২০১৯ সালে। মোট তিনশ আট একর জমির উপর এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে। বাকী ২২১ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। তবে এই অধিগ্রহণযোগ্য জমির উপর ঘরবাড়ি, স্থাপনা ও গাছপালা থাকায় তা স্থাবর সম্পত্তি। হুকুমদখল আইন ২০১৭ মোতাবেক ওই ২২১ একর জমি অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হবে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সম্প্রতি দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলকে প্রাথমিক লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। পঞ্চগড় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ২১৭ একর জমি বেজাকে হস্তান্তর করা হয়েছে ২৪ আগষ্ট ২০২০ তারিখে। প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে। তারপর আর অগ্রগতি নেই। নীলফামারী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ১০৬ একর খাসজমি বেজার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন ৩৫৭ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য স্কেচ ম্যাপ, দাগসূচি ও ধারণকৃত ভিডিও চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয় কিন্তু প্রকল্প স্থাপনে কোনো অগ্রগতি নেই। নীলফামারী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে। কুড়িগ্রাম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ১৪৯.৭৭ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আর অগ্রগতি নেই। রংপুরের জেলা প্রশাসন রংপুরের লাহিড়ীহাটে প্রায় ৩০০ একর খাসজমি চিহ্নিত করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দু বছর আগে বেজা কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র দিয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি তার কোনো পদক্ষেপ নেই। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দে কিছু অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম ও বরাদ্দ থাকলেও রংপুর বিভাগের কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম নেই।

রংপুরের জনগণের একটা বড় অংশ এখনও ২য় শিল্পবিপ্লব বিদ্যুৎ এবং ৩য় শিল্প বিপ্লব কম্পিউটার ও ইন্টারনেট- এর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেখানে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, ন্যানো প্রযুক্তি আরো বৈষম্য বাড়াবে কিনা প্রশ্ন থেকে যায়। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর। কিন্তু খানা আয়-ব্যয় জরীপ -২০১৬ অনুযায়ী রংপুর বিভাগের মোট খানার মাত্র ৫৯.২৯ শতাংশ বিদ্যুৎ, ১.৩৯ শতাংশ কম্পিউটার, ৩.৩৯ শতাংশ ই-মেইল এবং ৮৬.৮১ শতাংশ মোবাইল ব্যবহার করে। কাজেই ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পাওয়া কষ্টকর।

৩. বেকারত্ব বেশি

রংপুর বিভাগ দেশের সবচেয়ে দরিদ্র বিভাগে পরিণত হওয়ার পেছনে উচ্চহারের বেকারত্ব অন্যতম কারণ। বেকারত্ব যে দারিদ্র্যের হার হ্রাসে এক বিরাট বাধা সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের অন্য যেকোনো বিভাগের চেয়ে রংপুর বিভাগে বেকারত্বের হার সর্বাধিক যা এই বিভাগের উন্নয়নের পথে এক বিশাল অন্তরায়।

সারণি ২: ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক বেকারত্বের হার

বিভাগ	গ্রাম			শহর			সর্বমোট		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
রংপুর	৩.১	১২.২	৫.৯	৫.০	২৮.৬	১১.৩	৩.৫	১৪.৭	৬.৯
চট্টগ্রাম	২.৯	৪.০	৩.৩	২.৯	৫.৮	৩.৭	২.৯	৪.৪	৩.৫
বরিশাল	৩.৯	৭.৩	৪.৯	৫.৫	১৫.৭	৭.৯	৪.২	৮.৭	৫.৪
খুলনা	২.৮	৬.৪	৩.৯	২.৮	১০.৬	৪.৭	২.৮	৭.১	৪.১
ঢাকা	৩.০	৩.৩	৩.১	২.৮	৬.০	৩.৭	২.৯	৪.৫	৩.৪
সিলেট	২.৭	৫.৩	৩.৩	৩.৪	১০.৯	৪.৬	২.৯	৬.০	৩.৬
রাজশাহী	৩.০	৫.৯	৪.১	৪.৪	১১.৪	৬.৬	৩.৩	৬.৭	৪.৬
সর্বমোট	৩.০	৫.৯	৪.০	৩.৩	৮.৯	৪.৯	৩.১	৬.৭	৪.২

উৎস: Labour Force Survey, Bangladesh 2016-17, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, January 2018.

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বেকারত্বের হার ৬.৯ শতাংশ যা বাংলাদেশের সামষ্টিক বেকারত্বের হারের ৪.২ শতাংশএর চেয়ে অনেক বেশি। রংপুর বিভাগে উচ্চ বেকারত্বের কারণ হিসাবে এ বিভাগে কর্মসংস্থান কম, শিল্পায়ন না হওয়া, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি না হওয়া, অর্থ বিনিয়েগের সামর্থ্য না থাকা, প্রশিক্ষণের অভাব, উদ্যোক্তা হওয়ার মনোভাব না থাকা, ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা মোটাদাগে চিহ্নিত করা যায়।

৪. বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য

দারিদ্র্যশূন্য দেশ গড়তে যেমন প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক। আর অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। অবকাঠামোগত দিক থেকেও রংপুর বিভাগ অনেক পিছিয়ে রয়েছে যার অন্যতম প্রধান কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য যা ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি'র বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি) এর 'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এডিপি'র বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ-

সারণি ৩: ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিভাগভিত্তিক বরাদ্দ

বিভাগ	এডিপিতে বরাদ্দের হার
ঢাকা	৩৮.৫৪%
চট্টগ্রাম	২৭.৭৫%
রাজশাহী	১০.১২%
খুলনা	৮.২০%
সিলেট	৪.৫৬%
বরিশাল	৪.১৮%
ময়মনসিংহ	৩.৫৩%
রংপুর	৩.১৩%

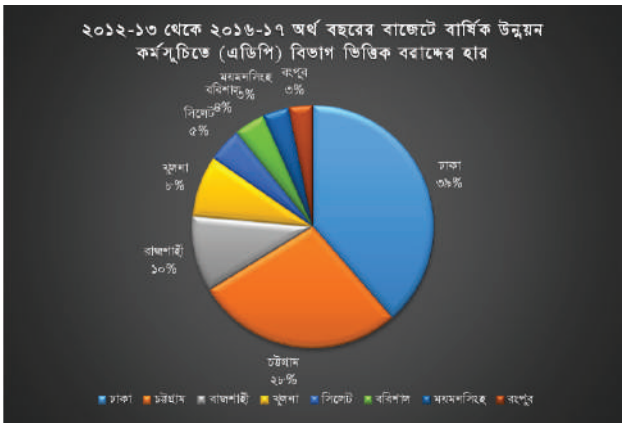

উৎস: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)

২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে রংপুর বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র গড় হিসাবে ৩.১৩ শতাংশ, যেখানে ঢাকা বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৮.৫৪ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই পরিমান কমে দাড়িয়েছে ০.৯৮ শতাংশ। ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বর্তমানেও এ বরাদ্দের খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, বৈষম্য শুধু বিভাগগুলোর মধ্যেই নয়, একই সঙ্গে তা একটি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বৈষম্য রয়েছে। দেশের মধ্যাঞ্চল তুলনামূলকভাবে বরাদ্দের বেশিরভাগ অংশ পেয়ে থাকে। এডিপিতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া জেলাগুলো হচ্ছে নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর ও বগুড়া।

কৃষিখাতে জিডিপি ও কর্মসংস্থান অংশ ক্রমশ সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও এখন থেকে ২০৩১ সালের মধ্যবর্তী মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কৃষির প্রধান ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে ভিশন- ২০৪১ এ বলা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো, "পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আয় সহায়তা প্রদানে সহায়তা করতে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক সেবাসমূহের ওপর আলোকপাত করা।" কিন্তু ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট বরাদ্দ ৪৩৩৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা হলেও রংপুর অঞ্চলের জন্য গৃহিত প্রকল্পগুলো হলো- ১. "রংপুর,দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটো সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কর্মসূচি (ডিএএম)" প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ২ কোটি ৫০ লাখ ১৬ হাজার টাকা ২. "রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের নতুন জাতের গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি"- প্রকল্পে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার মতো কিছু অল্প বরাদ্দের নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দেখা যায়, "কুমিল্লা-চাঁদপুর- ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পে" যখন বরাদ্দ ১৫৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা তখন "ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পে" মোট বরাদ্দ ৬৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। "আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে"

যখন বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা, "ক্লাইমেট- স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা জলবায়ু পরিববর্তন অভিযোজন প্রকল্পে" বরাদ্দ ২২ কোটি টাকা, তখন রংপুর অঞ্চলে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়নি। অধিকন্তু "চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্যব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি (বিনা) প্রকল্পে" এ বছরের বাজেটে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কৃষিক্ষত্রে গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধায় সহজলভ্যতা, রপ্তানি সহায়তার মাধ্যমে খামারউৎপাদনে বহুমুখিতা শক্তিশালী করতে নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য। বিশেষ করে, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, দুধ উৎপাদন এবং ফলমূল,শাকসব্জিও ফুল চাষের ভূমিকা আরো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ বছরের বাজেটে এ ধরণের কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেই।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ পিছিয়ে। পুরুষ শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও এখনও নারী শিক্ষার হারে পিছিয়ে আছে (৪৯.৩৬ শতাংশ)। প্রাথমিক শিক্ষায় নিট এনরোলমেন্ট বেশি হলেও ড্রপ আউট বেশী। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এনরোলমেন্ট কম। টারশিয়ারী পর্যায়ে এনরোলমেন্ট আরও কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন স্কুল কম থাকায় মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব রয়েছে। আর্থিক কারন, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা, প্রতিকুল পরিবেশ ইত্যাদি কারণে উচ্চশিক্ষায় এ অঞ্চলের জনগণ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ভিশন ২০৪১ অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মানব পুঁজিগঠনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগই হবে বাংলাদেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো নীতি-চ্যালেঞ্জ। এজন্য যথাগুরুত্বসহ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুযোগের বিস্তার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূল করার স্বার্থে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত অর্থায়ন। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো " পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত চাহিদার উন্নতি বিধানে এডিপি ব্যয়ের ওপর আলোকপাত করা"। রংপুরে দারিদ্র্য হার বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে অন্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক বরাদ্দ প্রয়োজন হলেও তা দেয়া হয়নি। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রয়োজনের তুলনায় কম। রংপুরে চিকিৎসা সেবার সুবিধা ব্যাপক গণমানুষের কাছে পৌঁছতে পারছেনা অত্যধিক ব্যয়, সেজন্য চিকিৎসা সেবার ব্যয় কমিয়ে সবার নাগালে পৌঁছঁতে হলে ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রীসহ সংযুক্ত সকল ক্ষেত্রে ভ্যাট কমাতে হবে। উন্নত লাবরেটরি, উন্নত বেসরকারি বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদে আয়করমুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন যা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি, এটি বাস্তবায়ন হলে রংপুরে মেডিকেল শিক্ষার উন্নয়ন হবে।যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে এদেশে দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষেত্রে ও জরুরী চিকিৎসা খাতের উন্নয়নেরর জন্য যাবতীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। হাইওয়ের পাশে প্রতি উপজেলায় স্বয়ংসম্পূর্ন ট্রমা সেন্টার, বার্ন ইউনিট গঠন করা দরকার। প্রতি উপজেলায় উন্নত ল্যাব সুবিধা বাড়াতে হবে। রংপুর বিভাগের প্রান্তিক জেলা গুলোতে হার্ট, কিডনি ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নেই। রংপুরে দরিদ্র এলাকা বিধায় ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবায় সরকারি সহায়তা, স্বাস্থ্যবিমা, চিকিৎসায় ভ্যাট-ট্যাক্স রেয়াত ও চিকিৎসাসেবার মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (শিল্প ৪.০) ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ তাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার বৈশ্বিক প্রবাহের সবকিছুতেই রূপান্তর ঘটাচ্ছে। কিন্তু বাজেটে রংপুর অঞ্চলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির কোনো পদক্ষেপ নেই। রংপুর বিভাগে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মাত্র ৪টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১টি। অথচ মোট ৫৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালওয়র মধ্যে ১৬ টি এবং ১০৯ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৫৬ টি ঢাকায় অবস্থিত। শিক্ষাখাতে রংপুর বিভাগ বাজেট বরাদ্দে পিছিয়ে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সকল পর্যায়ে বাজেটের বরাদ্দ রংপুর বিভাগে কম। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০২২-২৩ এর উন্নয়ন বাজেটে "জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে" বরাদ্দ ৫৯৮ কোটি টাকা, "শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় নেত্রকোনা স্থাপনে" বরাদ্দ ৭৮৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাস নিমার্ণে" বরাদ্দ ৭১৯ কোটি টাকা, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও একাডেমিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পে" বরাদ্দ ৪২৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। অথচ ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে রংপুরের "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে" বরাদ্দ মাত্র ১৫ কোটি টাকা, দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে" বরাদ্দ শূন্য।

৫. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ কম

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রংপুর বিভাগ হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার কম। BMET এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০৫ সাল হতে ২০২২ এর নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে মোট ১০৫০৯২০৮ জনের (সারণি ৪)। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের ৪০৫৭৪৯৬ জন (৩৯ শতাংশ), ঢাকা বিভাগের ৩১২৬৪৩২ জন (২৯.৮ শতাংশ), সিলেট বিভাগের ৮৬১৬২৭ জন (৮.২ শতাংশ), রাজশাহী বিভাগের ৭৩৫২১৭ জন (৬.২ শতাংশ), খুলনা বিভাগের ৬৯০৮৬৪ জন (৬.৬ শতাংশ), বরিশাল বিভাগের ৪৪০১৪৫ জন (৪.২ শতাংশ), ময়মনসিংহ বিভাগের ৪১০৫১৩ জন (৩.৯২ শতাংশ) এবং রংপুর বিভাগের ১৮৬৯১৪ জন (১.৮ শতাংশ)। শুধু ২০২২ সালের জানুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগ হতে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৭২০০৯ জনের সেখানে রংপুর বিভাগ হতে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ১৯৯৭৮ জনের। ২০২২ সালে জানুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা হতে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯৭০০৩ জনের সেখানে রংপুর জেলার লালমনিরহাটের বিদেশ কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৯০৬ জনের। আবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরীপ ২০১৬ এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১৬ সালে যেখানে মোট রেমিটেন্সের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের অর্জন ৪১.৭৮ শতাংশ, ঢাকা বিভাগের অর্জন ৩০.৯৮ শতাংশ, সেখানে রংপুর বিভাগের অর্জন মাত্র ০.৮৫ শতাংশ।

সারণি ৪: বিভাগ ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান [২০০৫-২০২২ (নভেম্বর)]

বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান		বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	
		সংখ্যা	%			সংখ্যা	%
চট্টগ্রাম (৪০৫৭৪৯৬ জন বা, ৩৯%)	কুমিল্লা	১১৩০০০০	১০.৭৫	খুলনা (৬৯০৮৬৪ জন বা, ৬.৬০%)	মাগুরা	৪৭৯৩০	০.৪৬
	চট্টগ্রাম	৮১৪০৪৭	৭.৭৫		সাতক্ষীরা	৪৮৫৬২	০.৪৬
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৯৬৬৩২	৫.৬৮		বাগেরহাট	৪৮৯৯২	০.৪৭
	চাঁদপুর	৩৯৫৭৪৩	৩.৭৭		খুলনা	৪৬৬৭৯	০.৪৪
	নোয়াখালী	৪১৯৭৯২	৮.৯৯		নড়াইল	৪৩১৬৪	০.৪১
	ফেনী	২৭০৭৮৫	২.৫৮		মোট	৬৯০৮৬৪	৬.৬০%
	লক্ষীপুর	২৭০০৬৩	২.৫৭	রাজশাহী (৭৩৫২১৭ জন বা, ৬.২০%)	বগুড়া	১৪১৯৯২	১.৩৫
	কক্সবাজার	১৩৭৫৫৬	১.৩১		পাবনা	১১৬১৪৭	১.১১
	খাগড়াছড়ি	১১১৫৭	০.১১		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৬৮৪২	০.৯২
	রাঙ্গামাটি	৬৪০৩	০.০৬		নওগাঁ	৮৬৩৫১	০.৮২
	বান্দরবন	৫৩২৭	০.০৫		সিরাজগঞ্জ	৭২৮৫৯	০.৬৯
	মোট	৪০৫৭৪৯৬	৩৯%		রাজশাহী	৪৯৯৩৮	০.৪৮
ঢাকা (৩১২৬৪৩২ জন বা, ২৯.৮%)	টাঙ্গাইল	৫০৭০৪৭	৪.৮২		নাটোর	৪৯১৭৩	০.৪৭
	ঢাকা	৪৫৮৬৭৯	৪.৩৬		জয়পুরহাট	১২১৯১৫	১.১৬
	মুন্সীগঞ্জ	২৯৬১৭১	২.৮২		মোট	৭৩৫২১৭	৬.২০%
	নরসিংদী	৩১৪৬৮৬	২.৯৯	বরিশাল (৪৪০১৪৫ জন বা, ৪.২০%)	বরিশাল	১৪৪১৭৪	১.৩৭
	নারায়ণগঞ্জ	২৫৯০২২	২.৪৬		ভোলা	৯৭৬৪০	০.৯৩
	কিশোরগঞ্জ	২৯২৩৭৪	২.৭৮		পিরোজপুর	৬৪৩২৮	০.৬১
	গাজীপুর	২৪২১৩১	২.৩০		বরগুনা	৫০৭৪২	০.৪৮
	ফরিদপুর	২৩৩৭৯৫	২.২২		পটুয়াখালী	৪৪৪১৩	০.৪২
	মানিকগঞ্জ	২১৯১৪২	২.০৯		ঝালকাঠি	৩৯১১৮	০.৩৭
	মাদারীপুর	১৪৮৭৪৪	১.৪২		মোট	৪৪০১৪৫	৪.২০%
	শরীয়তপুর	১৩৮১৩১	১.৩১	ময়মনসিংহ (৪১০৫১৩ জন বা, ৩.৯২%)	ময়মনসিংহ	২৩৯৯৭৬	২.২৮
	রাজবাড়ী	৮৫৩৮৪	০.৮১		জামালপুর	৯৫৩৯৯	০.৯১
	গোপালগঞ্জ	৬৪৯৯৬	০.৬২		নেত্রকোণা	৫২০৯০	০.৪৯
	মোট	৩১২৬৪৩২	২৯.৮%		শেরপুর	২৩০৪৮	০.২২
সিলেট (৮৬১৬২৭ জন বা, ৮.২%)	সিলেট	২৭২৪৯৫	২.৫৯		মোট	৪১০৫১৩	৩.৯২%
	মৌলভীবাজার	২০৮৪২৪	১.৯৮	রংপুর (১৮৬৯১৪ জন বা, ১.৮%)	গাইবান্ধা	৪৬৯১০	০.৪৫
	হবিগঞ্জ	২১২৫৮৫	২.০২		রংপুর	৩৫৪৪২	০.৩৪
	সুনামগঞ্জ	১৬৮১২৩	১.৫৯		দিনাজপুর	২৮৫২৯	০.২৭
	মোট	৮৬১৬২৭	৮.২%		কুড়িগ্রাম	২৬৩৬৬	০.২৫
খুলনা (৬৯০৮৬৪ জন বা, ৬.৬০%)	যশোর	১২১১৪০	১.১৫		নীলফামারী	১৮৩১৯	০.১৭
	কুষ্টিয়া	১০৮৬১৮	১.০৩		ঠাকুরগাঁও	১৫৮৪৩	০.১৫
	ঝিনাইদহ	৯৮৯৭০	০.৯৪		লালমনিরহাট	৮৬২৪	০.০৮
	মেহেরপুর	৭৪০৮০	০.৭০		পঞ্চগড়	৬৮৮১	০.০৭
	চুয়াডাঙ্গা	৫২৭২৯	০.৫০		মোট	১৮৬৯১৪	১.৮%
সর্বমোট = ১০৫০৯২০৮ জন							

উৎস: জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

ভিশন ২০৪১ এ বলা হয়েছে "দেশের দারিদ্র্য পীড়িত দুর্যোগপ্রবণ বেশ কিছু জেলার জনগণের পক্ষে অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়, প্রশিক্ষণের অভাব এবং তথ্যে অভিগম্যতার অভাব বিভিন্ন কারণে অভিবাসী শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূত্রপাত, তথ্যে

অভিগম্যতা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো শোষণমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো ক্রমপরম্পরায় সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো "পিছিয়ে পড়া জেলা গুলোতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা তৈরি করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের খরচ মেটাতে নির্ভুল তথ্য, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলা গুলোর অবস্থান উন্নত করা"। যোগাযোগ সুযোগ-সুবিধার অভাব, সচেতনতার অভাব ও তথ্য না জানার কারণে দিন দিন এ অঞ্চলের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। রংপুর বিভাগের অগণিত কর্মহীন মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি জেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। কিন্তু এ বাজেটে এসংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকার এসমস্ত পিছিয়েপড়া এলাকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করলে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রের মাত্রা হ্রাস ও অঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. অবকাঠামোগত উন্নয়ন কম

ভিশন ২০৪১ এ ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা আটটি আঞ্চলিক নগর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট যুক্তিযুক্তভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, প্রধান গুরুত্ব দেয়া হবে অবশিষ্ট পাঁচটি নগরের নাগরিক সুবিধা সংবলিত অবকাঠামো শক্তিশালী করা। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো "পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুদান বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলা"। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রংপুর বিভাগে স্থানীয় সরকার ও অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ কম। যেমন ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেটে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের" বরাদ্দ ১২০৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, "ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের" বরাদ্দ ৭৭৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের" বরাদ্দ ১০০০ কোটি ২ লক্ষ টাকা, অথচ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের" বরাদ্দ মাত্র ৪৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এবারের বাজেটে "রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে"র বরাদ্দ ১৩৭৩ কোটি টাকা, "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের" বরাদ্দ ১৪৭৭ কোটি টাকা। অথচ "রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল" এখনও 'খসড়া বিল' পর্যায়ে রয়ে গেছে। আবার এবারের উন্নয়ন বাজেটে "ঢাকা ওয়াসার" বরাদ্দ ৩০১৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, চট্টগ্রাম ওয়াসার বরাদ্দ ১৩৩৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, অথচ 'রংপুর ওয়াসা' আজ পর্যন্ত গঠন করা হয়নি। এ অঞ্চলে বাস্তবায়ন হয়নি কোনো মেগা প্রকল্প। এছাড়া বর্তমান সরকারের বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বেশির ভাগ ঢাকা ও দক্ষিণাঞ্চলকেন্দ্রিক। অন্যান্য বিভাগে দু-একটি থাকলেও একটিও মেগা প্রকল্পের বরাদ্দ নেই রংপুর বিভাগে। (সারণি- ৫)

সারণি ৫: মেগা প্রকল্পসমূহ (৮টি)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বিভাগ	টাকার পরিমাণ
১.	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ *২য় সংশোধিত) প্রকল্প	ঢাকা	৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা
২.	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (পাবনা)	রাজশাহী	১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি টাকা
৩.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রকল্প (মেট্রোরেল)	ঢাকা	২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা
৪.	২ ৬০০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র,বাগেরহাট)	খুলনা	১৬ হাজার কোটি টাকা
৫.	মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম (কক্সবাজার)	চট্টগ্রাম	৩৫ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা
৬.	পায়রা সমুদ্রবন্দর (পটুয়াখালী)	বরিশাল	১১ হাজার ৭২ কোটি টাকা
৭.	পদ্মা সেতু রেলসংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	ঢাকা	৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা
৮.	দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে ঘুমদুম পর্যন্ত সিঙ্গেললাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প	চট্টগ্রাম	১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকা

উৎস: "ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন: অর্জন ও প্রত্যাশা", বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৬ জুন, ২০২২।

এভাবে প্রতিবছরই বাজেটে হাজার কোটি টাকার বৈষম্য হচ্ছে। পিছিয়ে পড়ছে রংপুর অঞ্চল। আবার বাজেট হলেও তা বাস্তবায়নে ধীরগতি এ অঞ্চলের উন্নয়নে বাধাঁ স্বরূপ। যেমন ২০১৮ সালে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে যে ড. এম ওয়াজেদ মিয়া হাইটেক পার্ক রংপুরের সিটি কর্পোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ড খালিশকুড়ি এলাকায় কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ২৬ মে ২০২২ তারিখে সেটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে মাত্র। এ প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২০ সালের জুন মাসে।

৭. বন্যা ও নদীভাঙ্গন বেশি

বন্যা ও নদীভাঙ্গন রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্যের একটি বড় কারণ। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলা বন্যা ও নদীভাঙ্গনের কারণে দারিদ্র্যের হার জেলাওয়ারী সর্বোচ্চ। ভিশন ২০৪১ স্পষ্টত: বলা হয়েছে "বাংলাদেশের ১৫টি দরিদ্রতম জেলার অধিকাংশই বন্যা, নদী ভাঙ্গন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত উচ্চ অরক্ষণশীলতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কুড়িগ্রামের দৃষ্টান্ত উদ্বেগজনক, দারিদ্র্য সংগঠন এমনকি স্বাধীনতালাভের ৪৫ বছর পরেও খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) ২০১৬ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এখানে দারিদ্র্যের অভিঘাতের হার ৭০ শতাংশ। এটি সবার জানা যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক থেকে সবচেয়ে অরক্ষিত জেলাগুলোর মধ্যে কুড়িগ্রাম অন্যতম। প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবেশমুখে অবস্থিত কুড়িগ্রাম প্রতি বছর বন্যা ও প্লাবনের শিকার হয়, যা এর সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।" নদীভাঙ্গন ও বন্যা এ অঞ্চলের দীর্ঘদিন হতে চলে আসা দারিদ্রের একটি মূল কারণ। প্রতিবছর নদীভাঙ্গন ও বন্যায় হাজার হার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবাদি জমি নষ্ট, ফসল নষ্ট, বীজতলা নষ্ট, ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়।

২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এবারে রংপুর অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। লক্ষনীয় এসব প্রকল্প সবই স্বল্পমেয়াদী। তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ইত্যাদির স্থায়ীভাবে নদীতীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বিজ্ঞান, প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন বাজেটে কোনো প্রকার বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

৮. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বা সোস্যাল সেফটি নেট- এ বরাদ্দ কম

ভিশন ২০৪১ এ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের মূল উপাদানের একটি হলো সামাজিক সুরক্ষা বা সোস্যাল সেফটি নেট বৃদ্ধি। কর্মসংস্থানভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। আবার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেওয়া কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় রংপুর অঞ্চলে দারিদ্র্য বেশি হলেও সামাজিক সুরক্ষার জন্য আলাদা কোনো প্রকল্প এবারের উন্নয়ন বাজেটে নেই। অধিকন্তু: ইতিপূর্বে গৃহিত "লালমনিরহাট জেলার অতিদ্ররিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পে, 'অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্নকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন" প্রকল্পে এবং "অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ:, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান" প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে কোনো বরাদ্দ দেয়া হয়নি। রংপুর অঞ্চলের দেশের সর্বোচ্চ দারিদ্র্য দূর করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষ বরাদ্দ বা প্রকল্প প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় দারিদ্র নিরসনে "উত্তরাঞ্চলে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)" ২০২২-২৩ সালে বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা, যা হতাশাজনক। খানা আয়-ব্যয় জরীপ ২০১৬ অনুযায়ী বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার কম (২৬.৪৯ শতাংশ) হলেও সোস্যাল সেফটি নেটের সুবিধাভোগী পরিবার ৫৯.৯ শতাংশ, অথচ রংপুরে দারিদ্র্যের হার বেশি (৪৭.২৩ শতাংশ) হলেও সোস্যাল সেফটি নেটের সুবিধাভোগী পরিবার ৪৫.২ শতাংশ।

৯. ঋণ ও ব্যাংকিং খাতে সমস্যা

শাখা পর্যায়ে ম্যানেজারদের বিজনেস ডেলিগেশন না থাকাটাও এসএমই ঋণ সম্প্রসারণের অন্তরায়। ম্যানেজারদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শাখাপর্যায়ে অনেক ম্যানেজারের এসএমই ঋণ দেয়ার কোনো ডেলিগেশন নেই বা থাকলেও তা খুবই সীমিত। ফলে ওইসব শাখার ১ লাখ টাকার এসএমই ঋণ প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের সিআরএম ডিভিশনে পাঠাতে হয়। ফলে ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হয়ে যায়। দীর্ঘ ঋণ প্রস্তাব ফরম্যাট কিংবা তথ্যের বাহুল্য বা একই তথ্য বারবার দিতে গিয়ে, যেমন- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের একই তথ্য আবারো ঋণ প্রস্তাবে ও অফিস নোটে উল্লেখ করতে গিয়ে ঋণ প্রস্তাবটিকে দীর্ঘ করে ফেলা হয়। ফলে প্রস্তাব তৈরিতে কালক্ষেপণ হয়। উচ্চমাত্রার সুদহারের কারণে অনেক ব্যবসায়ী এসএমই ঋণ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক সাফল্য পান না। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদের চক্রবৃদ্ধি হিসাব করতে বললেও অনেক ব্যাংক এখনো তা মাসিক ভিত্তিতে করে। ফলে কার্যকর সুদহার ঘোষিত হারের চেয়ে আরো বেশি হয়ে যায়। অন্যদিকে সুদবহির্ভূত খরচ যেমন ঋণ আবেদন ফি, প্রক্রিয়াকরণ ফি, ডকুমেন্টেশন ফি, মনিটরিং ফি, আইনজীবীর ফি, সার্ভেয়ার/জামানত মূল্যায়নকারীর ফি, অডিট কোম্পানির ফি, রেটিং ফি, স্ট্যাম্প খরচ, দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ, ইন্স্যুরেন্স খরচ, রিস্ক ফান্ড, কমিটমেন্ট চার্জ, আর্লি সেটলমেন্ট ফি, সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, বার্ষিক এক্সাইজ ডিউটি ইত্যাদি ঋণের সুদের হার আরো ২-৩ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে নানা অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়।

রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সম্ভাবনা

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ অধ্যায় ৮ এর শিরোনাম করা হয়েছে "অনগ্রসর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান" এতে বলা হয়েছে "অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে শিল্পনগরী / শিল্প পার্ক স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, অনগ্রসর এলাকায় শ্রমনিবিড় এবং পরিবেশ বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যেগে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০১৬, এবং বিসিক আইন অনুযায়ী শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান করা হবে।" এসকল আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন হলে রংপুর বিভাগের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

রংপুর অঞ্চল শিল্পের জন্য এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্থান কারণ এখানে রয়েছে সস্তা শ্রম, শিল্পের কাচাঁমাল, সড়ক, রেল ও বিমান পথের সুবিধা, ইপিজেড এবং শিল্প উপকরণের সহজলভ্যতা।

এ অঞ্চলে নানা ধরণের কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আম (হাড়িভাঙ্গা, সূর্যপুরি), কাঠাঁল, লিচু, আনারস থেকে জুস, জ্যাম, জেলি, মারম্যালেইড, ফল টিনজাতকরণ, কলা থেকে ড্রায়েড ব্যানানা ও ব্যানানা চিপন, আলু থেকে পটোটো চিপস, স্ন্যাকস, ফ্রজেন ফ্রেনস, ফ্রায়েড পটেটোস, ডিহাইড্রেটেড পটেইটো ফ্লেইকস ও পটোটো পাউডার, টমাটো থেকে টমাটো পালপ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সবজি জাতীয় কৃষি পণ্যের মধ্যে সীম, লাউ, বেগুন, বাধাকপি, গাজর, ফুলকপি, ঢেড়স, মটরশুটি ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যেতে পারে।

সারণি ৬: দেশের বার্ষিক ফল উৎপাদনে রংপুর অঞ্চলের অবদান বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থ বাংলাদেশ, ২০১৪

ফল	উৎপাদনে ১ম স্থান	উৎপাদনে ২য় স্থান
কলা	রংপুর (৯৯৮৬০ মে. টন)	কুষ্টিয়া (৯৯৭৫১ মে. টন)
আম	রাজশাহী (৪৪৬৩৯২ মে. টন)	দিনাজপুর (৭৬৬২৩ মে. টন)
কাঁঠাল	ঢাকা (১০৭১৯৯ মে. টন)	দিনাজপুর (১০৪২৭৮ মে. টন)
লিচু	দিনাজপুর (১৩৫৮৮ মে. টন)	রাজশাহী (৮০৮২ মে. টন)

এ অঞ্চলে আরো সম্ভাবনাময় শিল্প গড়ে ওঠতে পারে সেগুলো হলো- ডেইরি, গো- খাদ্য, পোলট্রি ফার্ম, ট্যানারী, দুগ্ধ প্রসেসিং, ভুট্টা প্রসেসিং, আদা প্রসেসিং।

পণ্যের উপজাত উপাদান ও নিম্নমানের পাট ব্যবহার করে কৃত্রিম উড কারখানা, ছোট ছোট জুট মিল, মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, শিল্পের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা ইত্যাদি। পণ্যে পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামূলক আইন-২০১০ বাস্তবায়ন করা।

প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সুবিধা নিশ্চিত করলে উত্তরা ইপিজেড দেশী ও বিদেশি বিনিয়োগের অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

রংপুরে হাইটেক পার্ক স্থপিত হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আইসিটি ও সফটওয়্যার শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া টেলিকমিউনিকেশন, মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ, ইলেকট্রনিকস শিল্পের সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ছাড়া রংপুরে হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে অনেক বেশি ফ্রি ল্যান্সার তৈরি হবে, যারা বিদেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

রংপুর অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দপুরে উৎপাদিত ট্রাউজার, মোবাইল প্যান্ট, জ্যাকেটসহ অন্যান্য গার্মেন্টস পণ্যের নেপাল ও ভুটানে বেশ চাহিদা রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উপর ভিত্তি করে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হওয়ায় এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। ফুলবাড়ি কয়লা খনি, খালাসপীর কয়লাখনি, সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর, কিশোরগঞ্জ উপজেলার চাদঁখান, বাহাগিলি ও মাগুড়া ইউনিয়ন এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ ইউনিয়নের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ মজুদ কয়লা যথাযথ প্রক্রিয়ায় উত্তোলন শুরু করলে জ্বালানি সমস্যা সমাধান এবং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে যে সিলিকা বালু ও নুড়ি পাথর রয়েছে তা থেকে বালু ও নুড়ি পাথরকেন্দ্রিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। সৈয়দপুর বিমানবন্দর হতে নেপাল ও ভুটানের ধূরত্ব খুবই কম। ফলে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক কার্গো সার্ভিস চালু করে নেপাল ও ভুটানে চাহিদা আছে এমন পণ্য তৈরি কারখানা রংপুর অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কম হবে এবং পণ্য রপ্তানিতেও সময় কম লাগবে।

রংপুর বিভাগে নানা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা পর্যটন শিল্প বিকাশে সহায়ক। বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ, কাকিনায় কবি শেখ ফজলল করিমের বাড়ি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি যাদুঘর, কেরামতিয়া মসজিদ, তিন বিঘা করিডোর, তিস্তা ব্যারেজ, কান্তজিউ মন্দির, রামসাগর দিঘি, তাজহাট জমিদারবাড়ী, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর টাউন হল, মিঠাপুকুর তিন কাতারের মসজিদ, ইটাকুমারী জমিদার বাড়ি, দেওয়ান বাড়ি জমিদারবাড়ি, ঝাড়বিশলা (কবি হেয়াত মামুদের সমাধি), লাহিড়ীরহাট বধ্যভুমি, সাহাবাজপুর বৌদ্ধনাথের ধাম (শিবমন্দির), খান চৌধুরী মসজিদ, দেবী চৌধুরানীর বাড়ি, পঞ্চগড়ের চা বাগান, কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ দর্শন ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে রংপুরে প্রায় দেড় লাখ মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে হস্তশিল্পের ৬০ শতাংশই রংপুরের শতরঞ্জি। বর্তমানে রংপুরের শতরঞ্জি পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর চাহিদা ব্যাপক। 'কারুপণ্য' নামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শতরঞ্জি তৈরির পাঁচটি কারখানা গড়ে তুলেছে। আরও রয়েছে 'নীড় শতরঞ্জি', 'শতরঞ্জি পল্লী', 'চারুশী' শতরঞ্জিসহ অনেক কারখানা। কারখানা ছাড়াও বাড়ির আঙিনা কিংবা উঠানে, বাড়ির ছাউনির নিচে নিপুণ হাতে চলছে শতরঞ্জি বুননের কাজ। শতরঞ্জি শিল্পের ব্যপক সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর প্রিজম প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় "রংপুর বেনারশি প্রকল্প-০২" অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হলে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর ফলে বৃহত্তর রংপুর জেলার ৫টি উপজেলায় বেশি বেশি সুবিধাভোগী প্রণোদনার আওতায় আসবে। এর ফলে শিল্পে পিছিয়ে পড়া রংপুর অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

নারীদের পরিচালিত উদ্যোগগুলোকে ক্ষুদ্র থেকে কীভাবে মাঝারি প্রকল্পে রূপান্তর করা যায় তা নিয়ে আমাদের সবাইকে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপশি নারীদেরকেও আর্থিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগের আওতায় আনতে হবে। তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক নারী উদ্যোগে ঋণ-বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০২৪ সাল অন্তে তাদের সিএমএসএমই খাতের নিট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোগে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দিয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের

অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নানা প্রকার নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণ-বিনিয়োগ যথ াসময়ে সমন্বয়, আদায়, পরিশোধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১ শতাংশ হারে সর্বমোট ২ শতাংশ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। আমরা আশা করছি এর ফলে আমাদের নারী উদ্যোক্তারা তাদের অঙ্গীকার, মনোবল আর সাহসকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন পরিবর্তন করতে পারবেন। আশার কথা হলো, আমাদের নারীসমাজের নিষ্ঠা, উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রম নিপুণতার কারণে অর্থনীতির মূল স্রোতে তাদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, দেশজ শিল্পায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পুঁজি ও শিক্ষার অভাব, সামাজিক ও পারিবারিক বাধা, পণ্য বাজারজাত ইত্যাদি সমস্যা দূরীভূত করা হলে রংপুর বিভাগে নারী শিল্পোদ্যোগের বিকাশ কাংখিত মাত্রায় উন্নীত হবে।

সারণি ৭: রংপুর বিভাগে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা (শিল্পনীতি ২০১৬)

জেলার নাম	শিল্পের সম্ভাবনাময় খাতসমূহ
রংপুর	হস্তশিল্প (শতরঞ্চি, টুপি তৈরি), বেনারশী শাড়ি, সাবান, হিমাগার শিল্প, রাবার চাষ, প্লাস্টিক সামগ্রী, চট ও সুতলি তৈরি, দুগ্ধ খামার, স্বাস্থ্য সেবা, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য, রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্প, আম থেকে পাল্প তৈরি, মিল, চাতাল, অটো রাইস মিল, সুপারি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পোষ্ট সার, গুটি ইউরিয়া তৈরি, মৎস খামার, স্বাস্থ্য সেবা, ইটভাটা, কলা প্রক্রিয়াকরণ, আলু-সবজি সংরক্ষণাগার, নার্সারি, বনায়ন, তামাক শিল্প, ইত্যাদি।
কুড়িগ্রাম	পাট ও পাটজাত শিল্প, হিমাগার, কাঠ শিল্প. বাঁশ শিল্প, দুগ্ধ খামার, মৎস খামার, লটকন ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, নৌযান শিল্প ইত্যাদি।
লালমনিরহাট	সেচ যন্ত্রপাতি তৈরি, মৌমাছি চাষ ও মধু উৎপাদন, হিমাগার, ভুট্টা প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যাচারি স্থাপন, পাথর সংগ্রহ ও পাথর থেকে আরসিসি খুঁটি তৈরি ইত্যাদি।
গাইবান্ধা	দুগ্ধখামার, পাট ও পাটজাত শিল্প, হিমাগার, মৎস খামার, নৌযান, মিষ্টি কুমড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি।
নীলফামারী	আদা প্রক্রিয়াজাতকরণ, সিরামিক শিল্প, পোষাক শিল্প, পর্যটন শিল্প, গুটি ইউরিয়া তৈরি, যান্ত্রিকশিল্প, আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
দিনাজপুর	লিচু ও আম প্রক্রিয়াকরণ, সুগন্ধি চাল প্রক্রিয়াকরণ, চালের ব্রান থেকে ভোজ্য তেল তৈরি, অটোরাইস মিল, চারকোল তৈরি, জৈব সার ও মিশ্র সার তৈরি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
ঠাকুরগাঁও	দুগ্ধখামার, চামড়াজাত পণ্য ফল, শাকসবজি ও ফল প্রক্রিয়াকরণ, জৈব সার ও মিশ্র সার তৈরি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
পঞ্চগড়	চা প্রক্রিয়াকরণ, স্ট্রবেরি চাষ, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, পাথর উত্তোলন, পাথর থেকে বৈদ্যুতিক পিলার ও অবকাঠামোগত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

রংপুর বিভাগের উন্নয়নের সুপারিশমালা

স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ নিয়েছে। রংপুর বিভাগে ৯ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেয়েছে, অন্যগুলো প্রস্তাবনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। লক্ষ্যনীয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন উৎপাদন শুরু করেছে তখন এ অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অনুমোদনপর্যায়ে রয়ে গেছে। এ বিশেষ অর্থনেতিক অঞ্চলগুলো দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের তরুণদের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে এ অঞ্চলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, তেমনি কমতো দারিদ্রের হার। অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের জরুরী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা জরুরি।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলের কৃষিখাতেরও উন্নয়ন হতো। রংপুর বিভাগে শিল্পায়নে সহায়তা করতে "রংপুর বিভাগ রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল", "বাজার তথ্য সহায়তা সেন্টার", "ইন্সটিটিউট অব এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগে দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আইটি পার্ক, আইসিটি সহায়তা, হাইটেক পার্ক, ইনকিউবেশন সেন্টার হলে শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাচামাল আমদানির উপর কাস্টমস শুল্ক কম ধরা, শিল্পের প্রাথমিক উৎপাদন পর্যায়ে প্রয়োজন ভ্যাট হার কমানো। শিল্পের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এজন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে পণ্যের উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, মান উন্নয়ন, মার্কেটিং পলিসি নির্ধারণ, বিজ্ঞাপনও প্রচার ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা প্রয়োজন। সে জন্য দারিদ্র্য পীড়িত ও অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমৃদ্ধ অঞ্চলের চেয়ে উন্নয়ন বাজেটে ২-৩ গুন অধিক বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপন রংপুর বিভাগের জন্য সম্ভাবনাময়। বর্তমানে কৃষিপণ্য মূল্যসংযোজন ছাড়া বিক্রয় করা হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর আম, আনারস, পেপে, পেয়ারা, কাঠাঁল, কলা, নারিকেল, আলু, টমাটো, শীম ইত্যাদি উৎপাদন হয়। এসকল পণ্য জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, চিপস এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। ফুলবাড়িয়া ও দিনাজপুরের কয়লা খনির কয়লা উত্তোলন করে বড় আকারে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হলে এ অঞ্চলে জ্বালানি সমস্যা কিছু সমাধান হতো। বড়পুকুরিয়ায় প্রাপ্ত কঠিন শিলা খনির শিলা ব্যবহার করে সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত পাট ও সুতা ব্যবহার করে পাট ও সুতা শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। গার্মেন্টস শিল্প হচ্ছে শ্রম ঘন শিল্প, রংপুর বিভাগের সস্তা শ্রম এক্ষেত্রে সহায়ক। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করা হলে এখানকার দরিদ্র জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে। এ অঞ্চলে হস্তশিল্প, সাবান শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে বাণিজ্য করার নানা সুবিধা রয়েছে। স্বল্প সময়ে ও কম খরচে এ অঞ্চল হতে এসব দেশে

পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। এছাড়া এ অঞ্চলে চারটি স্থল বন্দর ১. বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়, ২. বুড়িমারি স্থলবন্দর, লালমনিরহাট, ৩. হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর ও ৪. বিরল স্থলবন্দর, দিনাজপুর ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করা যেতে পারে। সৈয়দপুরে কার্গো বিমান সার্ভিস চালু করে ভারত, নেপাল ও চীনে এ অঞ্চল হতে পণ্য রপ্তানি করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে স্থায়ী ভোগপণ্যের যন্ত্রপাতি ও রপ্তানিযোগ্য হালকা মেশিনারী যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যেতে পারে। সিরামিক শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে চামড়া শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হলে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক কারখানা যেমন বিদ্যুৎ, সার কারখানা স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী শিল্প যেমন জামদানি শিল্প, নকশীকাথাঁ, শতরঞ্জি, শীতলপাটি, কার্পেট, চটের ব্যাগ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে বিনিয়োগ সহায়তা দিতে আলাদা শিল্পনীতি, করনীতি, ভ্যাট ও শুল্কনীতি ও ঋণনীতি ঘোষণা করতে হবে। রংপুর অঞ্চলের শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ ও আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ অঞ্চলের শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের জন্য আলাদা শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে আর পুরুষরা ঢাকা, চট্টগ্রাম সিলেটসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় রিকসা চালক ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেত। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে গার্মেন্টস সেক্টরকে রংপুর বিভাগে স্থানান্তর করার ব্যাপারে আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর বিভাগের প্রবাসীর সংখ্যা, রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম। যোগাযোগ সুযোগ-সুবিধার অভাব, সচেতনতার অভাব ও তথ্য না জানার কারণে দিন দিন এ অঞ্চলের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। রংপুর বিভাগের অগণিত কর্মহীন মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি জেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

এ অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। উদ্যেক্তা হতে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। স্বল্প খরচে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে। কোনো অঞ্চল আঞ্চলিক বৈষম্যের স্বীকার হলে সে বৈষম্য কমার জন্য নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পশ্চাৎপদ এলাকায় বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সহায়ক শিল্পনীতি করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অন্য অঞ্চলের চেয়ে পিছিয়ে আছে এজন্য এখানে শিল্পায়নের পরিমান বাড়াতে হবে। যে সকল এলাকায় বেশী শিল্পায়ন হয়েছে সেখান হতে কম শিল্পায়ন এলাকায় শিল্প পুনঃবন্টন ও স্থানান্তর করা যেতে পারে। যেমন ঢাকা শহর থেকে তৈরি পোশাক শিল্প অন্য জায়গায় স্থাপন হতে পারে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নগরায়নের হার, পানি সরবরাহ ও গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পায়নকে প্রভাবিত করে এ জন্য কম শিল্পায়িত এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে যাতে নতুন শিল্প উদ্যোক্তা আকৃষ্ট হয়। এ অঞ্চলে বেসরকারি খাত বিনিয়োগে উৎসাহিত না হলে প্রথম দিকে সরকারি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পায়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য স্বল্প খরচে যন্ত্রপাতি আমদানি সুবিধা, স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। রংপুর বিভাগের ব্যবসায়ীদের ইনসেনটিভ প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা যেমন ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রেয়াত গ্রহণের আওতা বৃদ্ধি করে পরিবহন সেবার ৫ শতাংশ রেয়াতযোগ্য করা যেতে পারে। দেশে ব্যবহার যোগ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কাচাঁমাল হিসাবে ব্যবহার হবে—এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে এ অঞ্চলের কৃষকরা লাভবান হবে।

ইন্টারনেট খরচ কমানোর পাশাপাশি এর মান নিশ্চিত করা জরুরি। রংপুর বিভাগে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে। যতদ্রুত সম্ভব রংপুওে ড. ওয়াজেদ মিয়া হাইটেক পার্ক চালু করতে হবে। গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। কৃষিখাতে স্টার্ট আপ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। সকল বয়সের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। দরিদ্রদের জন্য বাসস্থান, বিদ্যুৎ সংযোগ, রান্নাঘরে রান্নার গ্যাস ও নলের মাধ্যমে পানীয় জল পৌছাঁনোর ব্যবস্থা করতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এই অঞ্চলের জেলাগুলোতে কর্মমূখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আয় বৈষম্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদী জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামনের দিনগুলোতে কৃষি গুরুত্বের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করবে। কৃষির ঝুঁকি হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এ অঞ্চলে আয় সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা পালন করবে। কৃষির অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিনিয়োগ এক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে সেচের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। ত ছাড়া অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।

সরাসরি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এর ফলে এই বিভাগের মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠলে একদিকে যেমন পুরুষের সাথে নারীরাও গৃহস্থালির কাজকর্ম সম্পাদন করার পাশাপাশি স্থানীয় কলকারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে সংসারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারবে, অন্যদিকে কলকারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে নারীদের একদিকে যেমন কাজের জন্য ঢাকা বা অন্য কোনো শহরে স্থানান্তরিত হতে হবে না, অন্যদিকে নারীরা সরাসরি অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হলে তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধি ও বিদ্যমান অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করবার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অংশীদারীত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বৈকালিক বা সান্ধ্যকালীন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকশিত হয়। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশে বিশেষ প্রনোদনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। শিল্পে ও পরিবহনে জ্বালানি সমস্যা নিরসনে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা বাংলাদেশে কৃষিখাতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। বিপনন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কৃষির বৈচিত্র্যকরণ জরুরী। এছাড়াও বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সেচের ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।ও কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

বিভিন্ন বিভাগে সরকারী বরাদ্দের বৈষম্য দূর করতে হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, দলিত সম্প্রদায়, পরিচ্ছন্নকর্মী, জেলে, বেদেসহ বিভিন্ন স্বল্প আয়ের পেশার এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবিক উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি। দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের জন্য চলমান বাজেটে 'নিজ নামে' প্রচলিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হোক। অনগ্রসর অঞ্চল নামে কোনো বরাদ্দের উল্লেখ থাকে না। অথচ বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশে অনেক অনগ্রসর অঞ্চল আছে; এমনকি বৈষম্যের নিরিখে অনগ্রসর বিভাগও আছে। আমরা মনে করি, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য 'নিজ নামে' ব্যয়-বরাদ্দের রীতি চালু করা প্রয়োজন। এ জন্য রংপুর বিভাগের জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পের চলার পথ মসৃণ করার জন্য আমদানি পর্যায়ে শিল্পের কাঁচামালের উপর অগ্রীম আয়কর ৩ শতাংশ ও আগাম ভ্যাট দিতে হয় ৩ শতাংশ অগ্রীম আয়কর ও আগাম ভ্যাট প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হলো। রপ্তানির ক্ষেত্রে ০.৫ শতাংশ উৎসে কর দিতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনে উৎস কর কমিয়ে ০.২৫ করার সুপারিশ করা হলো।মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে ১ শতাংশ শুল্ক আরোপ থাকলেও যন্ত্রাংশ আমদানিতে ৬০-৭০ শতাংশ শুল্ক কর দিতে হয়। এটি কমিয়ে ৪০ শতাংশ করার সুপারিশ করা হলো। বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন অনুযায়ী প্রতি মাসের ১ তারিখ হতে ১৫ তারিখের মধ্যে মূল্যসংযোজন করের রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যথায় ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান থাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা ভ্যাট প্রদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তাই ৬ মাস অন্তর মূল্য সংযোজন করের রিটার্ন দাখিলের বিধান জারিপূর্বক ব্যবসায়ীদের রিটার্ন দাখিলের পথ আরো সহজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ছাড়া রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা জরিমানার বিধান করার প্রস্তাব করছি। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিবেশক পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এর হার ৫ শতাংশ। অথচ দেশে বিদ্যমান প্রথম সারির কোম্পানী (বহুজাতিক কোম্পানী দেশীয়) পরিবেশকদেরকে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ কমিশন প্রদান করে থাকে। একজন পরিবেশককে এই ৪ শতাংশ লাভের মধ্যে তার ব্যবসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহপূর্বক লাভের অংক হিসাব করতে হয়। পরিবেশক কোম্পানীর নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিতরণ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করার ক্ষমতা পরিবেশকদের নেই। তাই পরিবেশকদের পক্ষে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব । তাই আমরা উৎস হতে মূল্যসংযোজন কর আদায়ের আহ্বান জানাচ্ছি। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশকরা ভ্যাটের বিড়ম্বনায় থেকে রেহাই পাবে বলে আমরা আমরা মনে করি। তাই এ ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। কোনো কোনো পণ্যে একাধিকবার মূল্য সংযোজন কর ভোক্তাদের/ব্যবসায়ীদের প্রদান করতে হয়। খুচরা পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা আমদানিকারক ও উৎপাদক পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ধার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। তাই আমরা এ ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

টার্নওভার কর ৩ শতাংশ বিদ্যমান থাকলে প্রান্তিক করদাতাদের ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ প্রতিটি পণ্যের একক প্রতি মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রান্তিক করদাতাদেরও ব্যবসায়ীক বাৎসরিক টার্ণওভারে পড়তে হবে। ফলে প্রান্তিক করদাতাদের লাভ-ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী লাভ না হলে ক্ষতি দাঁড়ালেও টার্নওভার অনুযায়ী ওই প্রান্তিক করদাতার ন্যূনতম কর দায় হচ্ছে ২-২.৫০ লক্ষ টাকা তাতে প্রান্তিক করদাতাগণ ভীষণ অসুবিধায় পড়ছে। করদাতা তার ব্যবসার পুঁজি ভেঙ্গে সরকারকে কর প্রদানে বাধ্য হচ্ছেন। তাই এটি কমিয়ে ২ শতাংশ করা উচিত।

প্রদেয় করের ওপর সুদ আরোপ করা ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে বা উক্ত তারিখের পূর্বে, কমিশনারের নিকট প্রদেয় কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তা হলে তাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হতে পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদেয় করের পরিমাণের ওপর মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা নানা কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় কর পরিশোধে অক্ষম হয়। এর ওপর যদি করের ওপর সুদ এবং এ সুদ যদি অর্থদণ্ড ও জরিমানার অতিরিক্ত হয়, তাহলে ব্যবসায়ীদের জন্য তা পরিশোধ কষ্টকর। এটি বাতিল করার সুপারিশ করা হলো।

রংপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাবুরহাট, ইসমলামপুর, কালীগঞ্জ, কুষ্টিয়া, শাহজাদপুর ও করোটিয়াসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি মালামাল সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু সরবরাহকৃত মালামাল পথিমধ্যে আটকে ভ্যাটের চালান দাবি করা হয়। কিন্তু কাপড় সরবরাহের সময় মোকামগুলো ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের চালান প্রদান করে না। এর ফলে প্রতিনিয়তই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কর্মকর্তাদের হাতে রংপুরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হতে হয়। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিড়ি শিল্প রক্ষায় সিগারেটের চতুর্থ স্লাব বাতিল করার প্রস্তাব করা হলো। বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থ বিবেচনা করে বিড়িতে অ-অরোপিত শুল্ক হার কমানোর প্রস্তাব দেয়া হলো। বিড়ির ওপর অর্পিত ১০ শতাংশ অগ্রীম আয়কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হলো। সরেজমিনে পরিদর্শন ব্যতিরেকে বিড়ি কারখানার লাইসেন্স না দেওয়া, কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে আইনি প্রক্রিয়ায় নকল বিড়ি বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক ও মালিকদের সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব করা হলো।

নারী উদ্যোক্তাদের সেবা খাতের ব্যবসায় (বিশেষ করে বুটিক, বিউটি পার্লার, ক্যাটারিং, খাবার দোকান ও ব্যবসা) ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়া হলো। এছাড়া নতুন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরুর প্রথম তিন বছরের ট্যাক্স ও ভ্যাট মওকুফ করতে হবে।

দিন দিন পঞ্চগড়ে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট চা উৎপাদনের বড় একটা অংশ পঞ্চগড় পূরণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে চায়ের নিলাম বাজার হওয়ায় পরিবহন খরচ ও সময় খরচ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তাই পঞ্চগড়ে চায়ের একটি নিলাম বাজার স্থাপন করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগের দরিদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্ততঃ ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পূজিঁ সম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যাংকে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সেল" গঠন করতে হবে। দারিদ্র্যপীড়িত ভৌগোলিক এলাকা (চর-বিল) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ (বন্যা, নদীভাঙ্গন) এলাকা ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদহীন স্বল্পমেয়াদি (৬ মাস) ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। কৃষকেরা যাতে পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান, সে জন্য কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক কৃষি পণ্য উপকরণ, পণ্য সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ (প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ) নির্মাণ করতে হবে।

কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়ে ১৬টি নদ-নদী প্রবাহিত, যার পলি জমে তলদেশ ভরাট হয়ে ওঠায় বর্ষা মৌসুমে পানি ধারণ ক্ষমতা থাকে না। ফলে প্রতিবছর বন্যায় নদীপাড়ের মানুষের অবস্থা বেগতিক হয়ে পড়ে। কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে প্রতিবছর ধরলার তীব্র ভাঙ্গনের শিকার হয়ে আবাদি জমি ও ভিটাবাড়ি হারিয়ে অনেকেই গৃহহীন ও ভূমিহীনে পরিণত হয়। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন ধরলার গ্রাসের মুখে। নদীটি সৃষ্টি করেছে শুধু

চর আর চর। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় একটি চ্যালেঞ্জ এটি। তাই ফুলবাড়িসহ জেলাবাসীকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করতে হলে নদনদীগুলো খনন করা জরুরী। খননের ফলে নদনদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পরিত্রান পাবে। অন্যদিকে নদনদীর দুই উপকুল ভরাট করা হলে হাজার হাজার হেক্টর পরিত্যক্ত চরাঞ্চলের জমিগুলো আবাদি জমিতে পরিণত হবে। এতে কুড়িগ্রাম জেলা কৃষিসহ সার্বিক উন্নয়নে দেশের জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া এ অঞ্চলে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি 'কম্প্রিহেনসিভ ইনভেস্টমেন্ট পলিসি' তৈরি করার প্রস্তাব করছি। বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রংপুরে একটি রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা একান্ত জরুরি। কেননা বিবিআইএন কানেক্টিভিটি পুরোপুরি চালু হলে এ অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে। শিল্পের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ইতিমধ্যে 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তাই আমরা 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

রংপুর বিভাগের জেলাগুলো কেন এত দরিদ্র, তার কারণ হিসাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে "এসব জেলা মূলত কৃষি খাত দ্বারা পরিচালিত, ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেশি, উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত। বিশেষ করে অকৃষি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা এসব জেলাগুলোতে কম দরিদ্র জেলাগুলোর তুলনায় কম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ করে বন্যা ও নদীভাঙনে অধিক কষ্ট পায়। উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসমূহ কম রয়েছে বা দুর্বল। উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও আয় সরবরাহে দুর্বল অভিগম্যতা রয়েছে। ন্যূনতম দরিদ্র জেলাগুলোর তুলনায় দুর্বলতর শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থা রয়েছে"—এর প্রতিকার প্রয়োজন। ভিশন-২০৪১ এ দারিদ্র্য নিরসনের কর্মকৌশল হিসাবে বলা হয়েছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির অব্যাহত গতি অর্জন, উৎপাদন ভিত্তির কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্রমুখী করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব পুঁজির ভিত্তি শক্তিশালীকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নে অভিগম্যতার উন্নতি বিধান, অভিবাসী শ্রমবাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বর্ধনশীল অভিগম্যতা, সুষম নগরায়ণ, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, পরিবেশ পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলাগুলোর ক্ষতি প্রবণতা কমিয়ে আনা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর দারিদ্র্যমুখিতার দ্রুত উন্নতি সাধন। তাই রংপুর অঞ্চলকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে প্রতি বছরের বাজেটে এসব কর্মকৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে।

রংপুর বিভাগের "দারিদ্র্যের তথ্যভান্ডার" গড়ে তোলা জরুরি। দারিদ্রের এই তথ্যভান্ডারে বিভিন্ন ধরনভিত্তিক দরিদ্র যেমন ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি দরিদ্র মানুষের নাম ঠিকানাসহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য খানার (household) সংখ্যার ত্রুটিমুক্ত তালিকা করতে হবে। বয়স্ক, বিধবা, অক্ষম, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন কৃষক, বস্তিবাসী, চরের মানুষ, ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে আমরা মনে করি। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়েছি আমরা। উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে হলে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ জন্য শিক্ষাখাতে জিডিপির

শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় নিয়ে অতি জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষানীতিসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। অর্থনীতিতে নারীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াদি সুস্পষ্ট উল্লেখপূর্বক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় একীভূত করতে হবে। জিডিপিতে গৃহস্থালি ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

রংপুর মহানগরীর সিও বাজার কেল্লান্দ এলাকায় ১৯৬৭ সালে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের জন্য ২০ দশমিক ৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প কারখানার জন্য ৮২টি প্লট নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ৮২টি প্লট ২৭টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লট না থাকার কারণে রংপুরের উদ্যোক্তারা নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা স্থাপন করতে পারছেন না। ২০০৫ সালে রংপুর মহানগরীর দমদমা এলাকায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশে দ্বিতীয় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেও অদ্যাবধি তার সুফল পায়নি রংপুরের শিল্প উদ্যোক্তারা। তাই বিসিকের উদ্যোগে নতুন করে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীদা ইউনিয়নের ইচলী ও শংকরদহ মৌজায় বিসিক মাল্টিসেক্টোরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক দ্রুত স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামো ছাড়া কোনো অঞ্চলের উন্নয়ন হতে পারে না, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হতে পারে না এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে না। রংপুর বিভাগে গ্যাস নেই, জ্বালানি নেই, অবকাঠামো নেই, আন্তর্জাতিকমানের বিমানবন্দর নেই, স্থল বন্দরের সুবিধা নেই, তেমন কোনো শিল্পকলকারখানা নেই এবং তদুপরি তা সুদূরপরাহত। নেই কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমতা, বিদ্যুতের প্রাপ্যতা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট, প্রয়োজনীয় ব্রীজ-কালভার্ট ও স্টেডিয়াম, রয়েছে বছরের পর বছর অসমাপ্ত প্রকল্প ও দীর্ঘসূত্রিতা ও অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে স্থবিরতা। এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রতিবছর কর্মস্রোতে আসা ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫০ শতাংশই নারী। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীরা যদি কর্মক্ষেত্র এবং নিজ প্রকল্প-উদ্যোগ বাস্তবায়নের সমসুযোগ না পায়, তাহলে দেশ কখনোই সমন্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারবে না। আর তাই দেশের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে আরও উৎপাদনশীল করতে হবে। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পের এতটা সফল হওয়ার পেছনে নারীদের ভূমিকাই মুখ্য। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সঠিক খাতে বিনিয়োগ করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তা পরিচালনা করতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা আজ দৃশ্যমান। সে জন্য প্রতি বছর কর্মস্রোতে আসা নারীদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসা উন্নয়ন সাপোর্ট, আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং সর্বোপরি নারীবান্ধব অর্থায়ন একান্ত প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দেরর ন্যায় রংপুরে বিভাগে অবস্থিত বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ শুল্ক বন্দরে রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া রপ্তানি উৎসাহিত ও সহজ করার জন্য ডকুমেন্টের সংখ্যা কমানো, সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস, অন-লাইন ডকুমেন্ট জমা ও নন-ট্যারিফ বাধা দূর করা একান্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় অর্থের অভাবে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতের কাজে আগ্রহী হয় না। প্রক্রিয়াজাতের কাজে কাঁচামাল কিনতে অর্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হলে উদ্যোক্তারা কিস্তিতে সহজেই প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করে ব্যাংকঋণ পরিশোধ করতে

পারবে। ফলে উদ্যোক্তারা ধীরে ধীরে তার ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করতে পারবে, যা তাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করবে, দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে ও পরিবারের সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা প্রদানে কোনো ব্যাংকই ঋণ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে না। অথচ দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সংখ্যাই অনেক বেশি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদেরকে স্থায়ীভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে টিকিয়ে রাখা গেলে উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থান বাড়বে, যা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। রংপুর বিভাগে প্রাকৃতিক গ্যাস, যোগাযোগ, অবকাঠামোসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে রংপুর বিভাগের শিল্পগুলো দিন দিন রুগ্ন শিল্পে পরিণত হচ্ছে। ব্যবসায়িক মূলধন হারিয়ে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়েছে সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডাউন পেমেন্টের সময়সীমা বৃদ্ধিকরণসহ স্থান বিশেষে ঋণ মওকুফের আবেদন জানাচ্ছি।

রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বর্তমানে ব্যাপক আকারে ভুট্টা চাষ হচ্ছে এবং এর পরিধি আরও ব্যাপক আকারে বিস্তৃত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে ভুট্টা থেকে শিশু খাদ্য, গোখাদ্য ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তৈরিসংক্রান্ত কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যাতে প্রকৃত ভুট্টা চাষিরা অতি স্বল্পসুদে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারেন, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর বিভাগে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু আলু রপ্তানিতে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় নগদ সহায়তার পরিমাণ কম থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ আলুর বাজার ধরতে পারছে না। তাই নগদ সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থাকে সহজতর করা প্রয়েনাজন বলে মনে করি। তাই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

রংপুর বিভাগে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিশেষ করে বেশ কিছু হিমাগার শিল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রংপুরে প্রায় ৪০টি (২টি বন্ধ) হিমাগারে প্রায় (৪৩৫০১৭ মে. টন) ৫১ লক্ষ বস্তা আলু সংরক্ষণ করা হয়। আলু চাষ ও আলু ব্যবসার সাথে কৃষকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। আলু নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়। ফলে অর্থকরী ফসল হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই হিমাগার শিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছি। এ অঞ্চলের কৃষিপণ্য ও কৃষিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় বহুমুখীকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি। এমতাবস্থায় নামমাত্র সুদে রিফাইন্যান্স স্কিমের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহ ও সুরক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। সর্বোপরি বিপণন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি বলে আমরা মনে করি। পেট্রোডলারের মতো ফিস ডলার অর্জনের জন্য আঞ্চলিকভাবে মৎস চাষসহ অন্যান্য ফল-ফলাদির ক্ষেত্রেও রিফাইন্যান্স কার্যক্রম গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর বিভাগ মূলত কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সংকট। তাই এ অঞ্চলের উৎপাদিত কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির লক্ষ্যে "কৃষিপণ্য রপ্তানি সেল" স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রযোজন।

রংপুর বিভাগের ব্যাংকগুলোতে জনগণের জমাকৃত টাকা আন্তঃশাখা লেনদেনের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো বিভিন্ন এলাকায় তহবিল স্থানান্তর হওয়ায় আমরা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছি। তাই প্রতিটি ব্যাংক শাখায় জনগণের জমাকৃত টাকার একটি নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত স্ব স্ব অঞ্চলে বিনিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগ থেকে প্রবাসী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের

হার অত্যন্ত অপ্রতুল। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে বেশি বেশি করে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে এ অঞ্চলের জন্য আলাদা নীতি অনুসরণ করে সহজ ও সরল শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর অঞ্চলের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এতে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ এ শিল্পে যোগদানের সুযোগ পাবে। দেশ বিপুল পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারবে।

খেলাপি ঋণ দেশের ব্যাংকিং খাতকে অক্টোপাসের মতো গিলে খাচ্ছে। খেলাপি ঋণ ব্যাংকের ঋণ বিতরণের লাগাম টেনে ধরে। যেসব খাতে আদায় কম, ব্যাংক ওইসব খাতে বারবার বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী হয়। পাশাপাশি যেসব শাখার খেলাপি ঋণ বেশি, ওইসব শাখার নতুন কোনো ঋণ অনুমোদনের বিপক্ষে প্রধান কার্যালয়কে শক্ত অবস্থান নিতেও দেখা যাচ্ছে। ফলে এসএমই উদ্যোক্তারা ঋণ মঞ্জুর থেকে বঞ্চিত হয়। এ ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কোনো এসএমই ঋণ খেলাপি হলে ঋণ মঞ্জুরিকালীন ম্যানেজারের কোনো অনিয়ম বা গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। অন্যদিকে কোনো ম্যানেজারের ব্যাংক সুইচকালেও তার আমলে দেওয়া কোনো ঋণ খেলাপি থাকলে ম্যানেজারের ব্যাংক সুইচে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়, মানসিকভাবে চাপে রাখা হয়, রিলিজ দিতে বিলম্ব করা হয়, রিলিজ নেওয়ার শর্ত হিসেবে অনিয়মিত ঋণগুলোকে নিয়মিত করতে বলা হয়। অনেক সময় ম্যানেজারদের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটও (সার্ভিস বেনিফিট) আটকে দেওয়া কিংবা কর্তন করা হয়। এসব বিষয় ম্যানেজারদের এসএমই ঋণ প্রদানে অনাগ্রহী করে তোলে। অন্যদিকে অনেক ম্যানেজার ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে ঝুঁকি ও দায় এড়িয়ে চলার জন্য ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে চান কিংবা 'ধীরে চলো' নীতি অনুসরণ করেন। ফলে ওই শাখার এসএমই ঋণের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি হয় না। শাখাপর্যায়ে ম্যানেজারদের বিজনেস ডেলিগেশন না থাকাটাও এসএমই ঋণ সম্প্রসারণের অন্তরায়। ম্যানেজারদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শাখাপর্যায়ে অনেক ম্যানেজারের এসএমই ঋণ দেয়ার কোনো ডেলিগেশন নেই বা থাকলেও তা খুবই সীমিত। ফলে ওইসব শাখার ১ লাখ টাকার এসএমই ঋণ প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের সিআরএম ডিভিশনে পাঠাতে হয়। ফলে ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হয়ে যায়। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। দীর্ঘ ঋণ প্রস্তাব ফরম্যাট কিংবা তথ্যের বাহুল্য বা একই তথ্য বারবার দিতে গিয়ে, যেমন ঋণগ্রহীতার আবেদনের একই তথ্য আবারো ঋণ প্রস্তাবে ও অফিস নোটে উল্লেখ করতে গিয়ে ঋণ প্রস্তাবটিকে দীর্ঘ করে ফেলা হয়। ফলে প্রস্তাব তৈরিতে কালক্ষেপণ হয়। ঋণ প্রস্তাবের তথ্যের বাহুল্য না ঘটিয়ে এবং অযাচিত তথ্য না দিয়ে মৌলিক তথ্যাদি দিয়ে তা তৈরি করলে অনেক সময় বাঁচবে এবং দ্রুততম সময়ে ঋণ মঞ্জুর করা সম্ভব হবে । উচ্চমাত্রার সুদহারের কারণে অনেক ব্যবসায়ী এসএমই ঋণ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক সাফল্য পান না। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদের চক্রবৃদ্ধি হিসাব করতে বললেও অনেক ব্যাংক এখনো তা মাসিক ভিত্তিতে করে। ফলে কার্যকর সুদহার ঘোষিত হারের চেয়ে আরো বেশি হয়ে যায়। অন্যদিকে সুদ বহির্ভূত খরচ যেমন-ঋণ আবেদন ফি, প্রক্রিয়াকরণ ফি, ডকুমেন্টেশন ফি, মনিটরিং ফি, আইনজীবীর ফি, সার্ভেয়ার/জামানত মূল্যায়নকারীর ফি, অডিট কোম্পানির ফি, রেটিং ফি, স্ট্যাম্প খরচ, দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ, ইন্স্যুরেন্স খরচ, রিস্ক ফান্ড, কমিটমেন্ট চার্জ, আর্লি সেটলমেন্ট ফি, সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, বার্ষিক এক্সাইজ ডিউটি ইত্যাদি ঋণের সুদের হারকে আরো ২-৩ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

টাইটেল ডিডের (দলিলের) সত্যায়িত কপি গ্রহণ না করা, খতিয়ান বা বায়া দলিলের খসড়া কপি-ফটোকপি গ্রহণ না করা, সিএস খতিয়ান থেকে মালিকানার ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা, কোনো বায়া দলিলের গ্যাপ অ্যালাউ না করা, সরকারি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সনদ নেয়া ইত্যাদি দালিলিক কড়াকড়ি উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণ দুশ্চিন্তায় ফেলে এবং উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করে। এর অবসান প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেস করাটা অনেক ব্যাংকারই পারেন না। অনেক ব্যাংকারের ট্রেডিং ব্যবসায় ফিন্যান্স করার অভিজ্ঞতা থাকলেও উৎপাদন খাতে ঋণ দেয়ার অভিজ্ঞতা নেই। ফলে এসব খাতের ঋণগ্রহীতাকে অনভিজ্ঞ বা অদক্ষ ব্যাংকারের কারণে বিলম্বিত ঋণ সুবিধা কিংবা প্রয়োজনের কম ঋণ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।

ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণার্থে দলিলাদি সম্পাদনে যথাসম্ভব স্বল্প আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করার জন্য এবং পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের নীতি গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত বা স্বল্প বিরতিতে ক্রেডিট কমিটি কিংবা এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং না হওয়ার কারণে যথাসময়ে ঋণ মঞ্জুর ও অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয় না। এসব কারণে বড় ঋণগুলো মঞ্জুর হতে ক্ষেত্রবিশেষে তিন থেকে চার মাস লেগে যায়। ঋণ মঞ্জুর হতে হতে সিআইবির রিপোর্টের মেয়াদ পর্যন্ত চলে যায়। তাই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে অনেক যোগ্য উদ্যোক্তাকেও ঋণ দেওয়ার আশ্বাস দেয়া সম্ভব হয় না। একটি ঋণ প্রস্তাব যথাসময়ে প্রস্তুত করা এবং প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয় না। ঠিক একইভাবে প্রধান কার্যালয়ও লোকবল সংকটের কারণে প্রস্তাবটি যথাসময়ে রিভিউ করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, শাখা থেকে ঋণ প্রস্তাব পাঠানোর এক থেকে দেড় মাস পর প্রধান কার্যালয় থেকে ফার্স্ট কোয়েরি আসে। কোয়েরি মিট-আপ করতে শাখার আরো ৭ থেকে ১০ দিন চলে যায়। ফলে ঋণটি প্রধান কার্যালয় থেকে ছাড় পেতে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস চলে যায়। লোকবলের অভাবে ঋণ মঞ্জুরি পরবর্তীতে যথাসময়ে ডকুমেন্টেশন, অর্থছাড়, মনিটরিং, নবায়ন ও আদায় প্রক্রিয়াও বিঘ্নিত হয়। এ জন্য লোকবল বৃদ্ধি প্রয়োজন। শাখা থেকে অসম্পূর্ণ ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযোজন না করে কিংবা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না দিয়েই দায়সারা গোছের ঋণ প্রস্তাব পাঠানোর কারণে প্রধান কার্যালয় এসব ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারে না। আর অনুমোদন করলেও এসব প্রস্তাবের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কোয়েরি মিট-আপ করতে অনেক কালক্ষেপণ হয়ে যায়। এর অবসান দরকার। ঋণ মঞ্জুর হলেই ঋণ গ্রহীতা টাকা পেয়ে যান না। তাকে যথাযথ ডকুমেন্টেশন সম্পাদন করেই ঋণের অর্থ ছাড় করাতে হয়। কিন্তু বন্ধকি ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিবার ঋণসীমা বাড়লেই বন্ধকি দলিল সম্পাদন এসএমই ঋণের সম্প্রসারণের অন্তরায়। অন্যদিকে কিছু ব্যতিক্রমী ঋণ ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে গিয়ে ছোট শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তারা হিমশিম খান। যেমন- টেকওভার, সিন্ডিকেশন ইত্যাদি ঋণের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নধর্মী ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হয়, যা শাখাপর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা অনভিজ্ঞতার কারণে প্রস্তুত করতে পারেন না। অন্যদিকে শাখার আইনজীবীরাও ব্যতিক্রমী এসব দলিল কিংবা অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত করতে অক্ষমতা বা অদক্ষতা প্রকাশ করেন এবং উল্টো ব্যাংকারেরই সহায়তা চান। প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশনও নমুনা ডকুমেন্ট সরবরাহ কিংবা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না দিতে পারার কারণে ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। এ বিলম্বের কারণ দূর করা প্রয়োজন। গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ চাওয়াটা একটা সংস্কৃতি হয়ে যাওয়ার কারণে এবং শাখা পর্যায়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্টে ভুল বা অদক্ষতার কারণে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ঋণসীমার চেয়ে কম ঋণ মঞ্জুর করার প্রবণতা লক্ষ

করা যায়। এতে যোগ্য উদ্যোক্তারা অনেক সময় প্রাপ্য ঋণসীমা পান না। প্রাপ্য ঋণসীমা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক ও ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মন জয় করতে অনেক সময় প্রস্তাবিত ঋণগ্রহীতাকে অর্থ ঢালতে হয়। নিয়মের কড়াকড়ি, কাগজপত্রের বাধ্যবাধকতা, উচ্চসুদের পাশাপাশি এসব সুদবহির্ভূত অদৃশ্য খরচ এসএমই গ্রাহকদের কস্ট অব ফান্ড বাড়িয়ে দেয় এবং ঋণগ্রহণে অনাগ্রহী করে তোলে। সুদবহির্ভুত অদৃশ্য খরচ বাদ দিতে হবে।

রংপুরের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ খেলাপি বা রুগ্ন শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর প্রকৃত কারণ হিসেবে শুধু ব্যবসায়ীদের ব্যর্থতা নাকি অ্যাগ্রেসিভ ব্যাংকিংয়েরও ভূমিকা রয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং অ্যাগ্রেসিভ ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্যাংক ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরাসরি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্ককে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান, অর্থ ঋণ আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে ব্যবসায়ীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানসহ এক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক নীতিমালা প্রবর্তন, ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে ও ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ স্কিমের আওতায় মনিটরিং সেলের তত্ত্বাবধানে শর্তসাপেক্ষে নতুন করে ঋণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। ব্যবসায়িক বিভিন্ন লাইসেন্সের জটিলতাসহ কর, ভ্যাট, ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, পণ্য পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে পণ্য উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় রংপুর বিভাগের ব্যবসায়ীরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাথে পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না। তাই রংপুর অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা ঋণনীতি অবলম্বন করা একান্ত দরকার।

শিল্পে বিনিয়োগ খাতে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে মেয়াদি বা প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংকোচন নীতি পরিহারকরণের আহ্বান জানাচ্ছি। এ সংকোচন নীতির ফলে ব্যাংকগুলোতে যে তারল্যের সৃষ্টি হয় তা অলস অর্থ হিসেবে ব্যাংকে পরে থাকে বলে আমরা মনে করি। তাই শিল্পে বিনিয়োগ খাতে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সংকোচন নীতি পরিহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বর্তমানে রংপুর অঞ্চলের ব্যাংকগুলো ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে অধিক আগ্রহী। কিন্তু আয়বর্ধক কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ট্রেডিং এ বিনিয়োগের পাশাপাশি উৎপাদনমূখী খাতেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি। তাই ট্রেডিং এর পাশাপাশি উৎপাদনমূখি খাতেও অধিক হারে ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বৈদেশিক বাণিজ্যে রংপুর বিভাগ দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করতে রংপুর বিভাগের স্থলবন্দরগুলোকে যুগোপযোগী ও আধুনিক স্থল বন্দরে রুপান্তরের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্যাংক ঋণের আবেদন থেকে শুরু করে দীর্ঘ ও জটিল ডকুমেন্টেশন প্রসিডিওর জটিলতার কারণে তা অতিক্রম করা ছোট ছোট উদ্যোক্তাগণের জন্য দুঃসাধ্য। তাই উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংকে One Stop Service এর ন্যায় Small Medium Enterprise (SME) Cell গড়ে তোলা হলেও SME খাতের উদ্যোক্তাগণ আশানুরূপ ও কাঙ্খিত হারে ঋণ সহায়তা ও ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছেন না । ফলে যে উদ্দেশ্যে সকল ব্যাংকে SME Cell গড়ে তোলা হয়েছে তার সুযোগ-সুবিধা থেকে SME উদ্যোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। তাই এ ব্যাপারে জোরালো মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বন্ধকি ছাড়া ব্যবসায়িক সুনাম ও গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৫ শতাংশ সরল সুদ হারে সকল সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প ঋণ ও চলতি ঋণ প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ

গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। অনেক সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক চলতি ঋণ প্রদান করলেও প্রকল্প ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে, যা শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে চলতি ঋণের পাশাপশি প্রকল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর অনীহা দূর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দেশের এ অঞ্চলে পৌঁছাতে ২০-২৫ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। ফলে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল এ অঞ্চলে এবং এ অঞ্চল হতে তৈরিকৃত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার জন্য যে সময় ব্যয় হয়, তাতে কোনো বিনিয়োগকারী এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হন না। দ্রুত পণ্য পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে শুধু বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম পৌঁছনো সম্ভব নয়। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের পরিবহন সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। বিশেষ করে ঈদের সময় জনগণের ঢাকা হতে রংপুর-দিনাজপুর পৌঁছাতে ১৫-২০ ঘণ্টার মতো সময় লাগে, যা বর্তমান আধুনিক যুগে কল্পনা করাও কষ্টকর। হাইওয়ে ব্যবহার করেও পণ্য পরিবহনে এত বেশি সময় লাগার ফলে এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হয় না। এ সমস্যা সমাধান প্রয়োজন।

রংপুর কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর না থাকায় বিমান ব্যবহার করে বিদেশে রফতানী পণ্য পাঠানোর কোনো সুযোগ না থাকায় বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে না। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর ও কার্গো সার্ভিস চালু করা প্রয়োজন। এ অঞ্চলের নারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা দেয়া হলেও নানান জটিলতার কারণে বাস্তবে এ থেকে তেমন কোনো সুবিধাই তারা বের করে নিতে পারছেন না। জমির স্বল্পতা ও অধিক মূল্য, ট্রেড লাইসেন্সসহ ব্যবসায় শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অধিক অর্থব্যয় এবং বিভিন্ন সংস্থার হয়রানি রংপুর অঞ্চলে উদ্যোক্তা তৈরিতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এর অবসান প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ, ট্যাক্স হলিডের মেয়াদ বৃদ্ধি, বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া, বিনিয়োগ নিবন্ধনে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি, উচ্চ কর হার ও ভ্যাট হার, অবকাঠামোগত ও স্থলবন্দরের সমস্যা ইত্যাদি। এ কারণে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিনিয়োগ করছেন না রংপুর অঞ্চলের উদ্যোক্তারা। ফলে ঘটছে না শিল্পায়ন। সৃষ্টি হচ্ছে না নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ। এর প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক অর্থনীতিতে। এ সকল সমস্যা দূর করতে হবে। উচ্চ সুদ দিয়ে কখনও কোনো দেশে শিল্পায়ন হয়নি, বাংলাদেশেও হবে না। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে রাষ্ট্রের সহযোগিতা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন সহায়ক শিল্পনীতি। শিল্পে বিনিয়োগ না করে রংপুর অঞ্চলের উদ্যোক্তারা ট্রেডিং ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন। তাই এখানে তেমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। তাই ট্রেডিং খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রংপুর অঞ্চলে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে উদ্যোক্তাদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে। তাহলে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে এ অঞ্চলের অনেক মানুষের কর্মস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া উৎপাদন ও বিপণন এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। আর এ সংকট নিরসনে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। এসব শিল্পের বিকাশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুল্কায়নের বৈষম্যের কারণে বিড়ি শিল্প হুমকির সম্মুখীন। ফলে উৎপাদন কমছে বিড়ির, কমছে বিড়ি কারখানার সংখ্যা। বেকার হচ্ছে লাখ লাখ শ্রমিক। কম দামি সিগারেট ও বিড়ির মূল্য একই হওয়ায় ভোক্তারা বিড়ি থেকে সিগারেট ধূমপানে উৎসাহিত হচ্ছে। এতে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমছে না বরং বিড়ি শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনেক পরিবার ও ব্যবসায়ী। এর অবসান প্রয়োজন।

নীলফামারী জেলার দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। নীলফামারী জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন কলেজ নেই। নীলফামারী জেলার আন্তঃউপজেলা ও ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহন কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। রাস্তায় জ্যাম থাকায় ১২-১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী হতে ঢাকা কোনো ডে-কোচ সার্ভিস নেই, কোনো আন্তঃনগর ট্রেন নেই, মোগলহাট স্থলবন্দর বন্ধ। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী রেলস্টেশন হতে ভারতের কুচবিহার রাজ্যের মেখলীগঞ্জ চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশনের সঙ্গে ৭৫০ মিটার রেলপথ পুনঃসংযোগ করা হলে ভারত, ভুটান ও নেপালের সাথে ব্যবসা- বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হবে। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এ রেলপথটি বন্ধ হয়ে যায়, যা পুনঃসংযোগ হলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। কুড়িগ্রাম অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী সন্দিও কুটির জুম্মারপাড় এলাকাটি এমন এক জায়গায় অবস্থিত সেখান হতে সহজেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যেতে পারে। হতে পারে সীমান্তহাটসহ একটি চেকপোষ্ট। এতে সৃষ্টি হবে কাজের। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে এ এলাকাটি। ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে আছে। এটি যাত্রী পরিবহন ও মালামাল পরিবহনের জন্য কার্গো বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতেও কার্গো সার্ভিস চালু প্রয়োজন। এর ফলে ভারত, ভুটান ও নেপালে দ্রুত মালামাল সরবরাহ করা যাবে। ফলে বাণিজ্যিক আয়ও বেড়ে যাবে।

এটা দুঃখজনক যে, দেশ স্বাধীনের ৫১ বছরেও কোনো অর্থমন্ত্রী রংপুরে এসে, একদিনের জন্য রংপুর বিভাগে এসে—রংপুরের উন্নয়ন নিয়ে সুধীজনের সাথে মতবিনিময় করেননি, এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নবঞ্চনার কথা শোনেননি। রংপুরের উন্নয়নের জন্য এ অঞ্চলের সকল রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পরিকল্পনাবিদ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। সাধারণ জনগনকে উচ্চকণ্ঠ হতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' গঠন করতে হলে কোনো অঞ্চলকে পেছনে ফেলে রেখে তা সম্ভব নয়। ভিশন-২০৪১ এর দারিদ্র্য নিরসনের অভীষ্ট হলো—"২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সাধারণ দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (৩ শতাংশ বা এর নিচে) নিয়ে আসা। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের সব নাগরিকের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা হবে। কর্মসন্ধানী নাগরিকের কাজ থেকে আয়ের ব্যবস্থা এবং বয়স ও দৈহিক কারণে কর্মে অক্ষম নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রদান করা হবে। বেকারত্ব অতীতের বিষয় বলে গণ্য হবে। অন্যান্য উচ্চ আয়ের অর্থনীতির মতো দারিদ্র্য হয়ে পড়বে একটি আপেক্ষিক ধারণামাত্র। এ রকম পরিস্থিতিতে যারা দরিদ্র বিবেচিত হবে তাদেরও অন্তত খাদ্য চাহিদা

মেটানোর পর জীবনধারণের ন্যূনতম সামগ্রী কেনার মতো পর্যাপ্ত আয় থাকবে।" দীর্ঘদিন হতে বঞ্চিত ও উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার রংপুরের জনগন ভিশন- ২০৪১ এর এই অভীষ্ট পূরণের প্রত্যাশায় আজ। এ জন্য প্রয়োজন রংপুর অঞ্চলের জন্য বাজেটে 'অনেক বেশি বিশেষ বরাদ্দ', যাতে পিছিয়ে পড়া রংপুর অঞ্চল, অন্য অঞ্চলের উন্নয়নের সমপর্যায়ে যেতে পারে। তাহলেই অর্জিত হবে বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা'। "কাউকে পিছনে ফেলে নয় (No one will be left behind) স্লোগানটি বাস্তবায়ন জরুরি। দেশে যখন 'স্মর্টি বাংলাদেশ' নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে, তখন রংপুর বিভাগের জনগন অনেক পেছনে। তাই আমরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রংপুর বিভাগের উন্নয়নের জন্য "স্মার্ট রংপুর বিভাগ উন্নয়ন বোর্ড" গঠন, অর্থ বরাদ্দ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করি।

গ্রন্থপঞ্জি

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে রূপায়ন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০২০।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫) "Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness". বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২, শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২২, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)-এর *'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র'* শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন।

Labour Force Survey, Bangladesh 2016-17, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, January 2018.